www.icb.gov.bd

আইসিবি পরিক্রমা

সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী
অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি
পুঁজিবাজার
মুদ্রা বাজার
জাতীয় অর্থনীতিতে পুঁজিবাজার এবং আইসিবি
আইসিবির গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড
পাঠশালা
এপিএ কর্নার
শুদ্ধাচার ও ইনোভেশন কর্নার
অভিব্যক্তি
ইয়াংস্টারস্

সংখ্যা ২৯ | আষাঢ় ১৪৩০, জুন ২০২৩ | ত্রৈমাসিক নিউজ লেটার

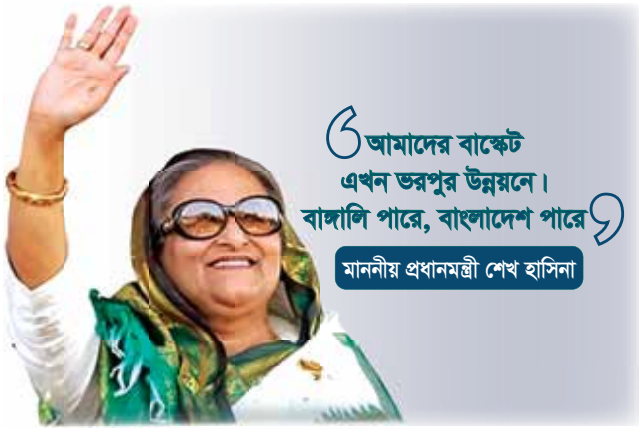

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ
INVESTMENT CORPORATION OF BANGLADESH

আই সি বি

পুঁজিবাজারের অনন্য ও নির্ভরযোগ্য সরকারি বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান

দেশের দ্রুত শিল্পায়ন, পুঁজিবাজার উন্নয়ন এবং তথ্য প্রযুক্তির প্রসারে আইসিবির রয়েছে বহুমাত্রিক কার্যক্রমঃ

১। বিদ্যমান বিনিয়োগ হিসাবে শেয়ার ক্রয়ের জন্য ঋণ ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান;
২। পত্রকোষ ব্যবস্থাপনা;
৩। ট্রাস্টি ও কাস্টোডিয়ান হিসেবে দায়িত্ব পালন;
৪। দেশের প্রথম কর্পোরেট সুকুক বন্ড এর ট্রাস্টি ও এসপিভি হিসেবে দায়িত্ব পালন;
৫। আইসিবি ইউনিট ও আইসিবি এএমসিএল ইউনিট ফান্ড সার্টিফিকেট লিয়েন রেখে অগ্রিম প্রদান;
৬। প্লেসমেন্ট ও ইক্যুইটি পার্টিসিপেশনসহ সরাসরি শেয়ার ও ডিবেঞ্চার এ বিনিয়োগ;
৭। সরকারের ইক্যুইটি এন্ড এন্ট্রাপ্রেনরশিপ ফান্ড ও ইক্যুইটি এন্ড সার্পোট ফান্ড ব্যবস্থাপনা;
৮। ব্যাংকার টু দি ইস্যু হিসেবে দায়িত্ব পালন ও ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান; এবং
৯। পুঁজি বাজার সংক্রান্ত অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সম্পাদন।

আইসিবি দিচ্ছে দ্রুত ও সর্বোত্তম সেবার নিশ্চয়তা

সমৃদ্ধির এ দীর্ঘ অগ্রযাত্রার সঙ্গী সকল গ্রাহক,
পৃষ্ঠপোষক ও শুভানুধ্যায়ীকে জানাই

আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)
Investment Corporation of Bangladesh (ICB)
Head Office : BDBL Bhaban (Level:14-21), 8,Rajuk Avenue, Dhaka-1000

www.icb.gov.bd
আইসিবি পরিক্রমা

উপদেষ্টা পরিষদ

উপদেষ্টা পরিষদ

উপদেষ্টামণ্ডলীর সভাপতি

প্রফেসর ড. মোঃ কিসমাতুল আহসান
চেয়ারম্যান, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

উপদেষ্টামণ্ডলী

মোঃ আজিমুদ্দিন বিশ্বাস এনডিসি
পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

ড. মোঃ কবির আহাম্মদ
পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

মোঃ হাবিবুর রহমান গাজী
পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

মোঃ আফজাল করিম
পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

মোঃ মুরশেদুল কবীর
পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

মোঃ আব্দুল জব্বার
পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

সৈয়দ বেলাল হোসেন
পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান সম্পাদক

মোঃ আবুল হোসেন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

সম্পাদকমণ্ডলী

এ.টি.এম.আহমেদুর রহমান
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক

মাহমুদা আক্তার
মহাব্যবস্থাপক

মোঃ মফিজুর রহমান
মহাব্যবস্থাপক

রাজী উদ্দিন আহমেদ
মহাব্যবস্থাপক

মাজেদা খাতুন
মহাব্যবস্থাপক

এ.এস.এম. হায়দারুজ্জামান
মহাব্যবস্থাপক

মোঃ আল আমিন তালুকদার
মহাব্যবস্থাপক

মোঃ হাবীব উল্লাহ
মহাব্যবস্থাপক

মোঃ আনোয়ার শামীম
মহাব্যবস্থাপক

মোঃ সাইদুল ইসলাম
মহাব্যবস্থাপক

সুলতান আহমেদ
উপ-মহাব্যবস্থাপক

আহাম্মদ জুলকারনাইন সোহেল
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

প্রকাশনায়:
প্লানিং এন্ড রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
আইসিবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-১০০০।
ওয়েবসাইট: www.icb.gov.bd ই-মেইল: info@icb.gov.bd, agm_prd@icb.gov.bd

সূ | চি

সম্পাদকীয়	৩
সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী	৪-৬
দোহা ইনভেস্টমেন্ট সামিট-২০২৩	৪
বাংলাদেশ বিজনেস সামিট-২০২৩	৪
জাপানের টোকিওতে "Trade & Investment opportunities between Bangladesh and Japan" শীর্ষক সামিট আয়োজন	৪
বাংলাদেশের ২২তম রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন	৫
বিশেষ সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত বঙ্গবন্ধু	৫
বঙ্গবন্ধুর 'জুলিও কুরি শান্তি পদক' প্রাপ্তির ৫০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন	৫
বাংলাদেশ ও বিশ্বব্যাংকের অংশীদারিত্বের ৫০ বছর পূর্তি	৬
কাতার ইকোনমিক ফোরামে প্রধানমন্ত্রী	৬
এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের বিভিন্ন দেশের পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রকদের সভা	৬
পুরস্কার ও সম্মাননা	৭
আইসিবির এপিএ পুরস্কার অর্জন	৭
অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি	৮-৯
পুঁজিবাজার	১০-১৪
মুদ্রা বাজার	১৫-১৬
জাতীয় অর্থনীতিতে পুঁজিবাজার এবং আইসিবি	১৭-১৯
আইসিবির গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড	২১-৩১
শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে পুষ্পস্তবক অর্পণ	২১
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় পতাকা উত্তোলন	২৩
চিত্রাংকন ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা	২৩
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ	২৪
জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন	২৪
২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবসে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন	২৫
বিনিয়োগকারীদের সম্মাননা দিলো আইএসটিসিএল	২৬
আইসিবি পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক খুলনা শাখা ও ০২টি সাবসিডিয়ারি কোম্পানি পরিদর্শন	২৬
আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন	২৬
রাজশাহী শাখার বিনিয়োগকারীদের সাথে মত বিনিময় সভা	২৭
ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির ১০৪তম সভা	২৭
বার্ষিক দোয়া ও মিলাদ মাহফিল	২৮
'আবর্তনশীল ভিত্তিতে পুনঃবিনিয়োগযোগ্য পুঁজিবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের সহায়তা তহবিল'	২৮
মহান মে দিবস উদ্‌যাপন	২৮
কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ	২৯
পদোন্নতি	৩০
বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ	৩১
নিয়োগ ও যোগদান	৩১
অবসর গ্রহণ	৩১
পাঠশালা	৩৩-৩৪
এপিএ কর্নার	৩৫
অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সাথে আইসিবির এপিএ চুক্তি ২০২৩-২৪ স্বাক্ষরিত	৩৫
আইসিবি এবং এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানি ও শাখা-কার্যালয়সমূহের মধ্যে এপিএ চুক্তি ২০২৩-২৪ স্বাক্ষরিত	৩৫
শুদ্ধাচার কর্নার	৩৬
ইনোভেশন কর্নার	৩৬
অভিব্যক্তি	৩৮-৪২
বঙ্গবন্ধুর কিছু অজানা তথ্য-২ (খুলনা জেলে বন্দী জীবন)	৩৮
সব ওষুধই আছে প্রকৃতিতে, আমার/আপনার সুস্থতা নিজেরই হাতে	৪০
ও আমার সোনার বাংলা	৪২
আমার প্রিয় গ্রাম	৪২
ইয়াংস্টারস	৪৩-৪৪
Escape	৪৩
শেষ সজ্জার সাক্ষী	৪৪

সম্পাদকীয়

৪৬৫ বিলিয়ন ডলারের জিডিপিসহ বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বের ৩৫তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ এবং দক্ষিণ এশিয়ার ২য় বৃহৎ অর্থনীতির দেশ যা ২০৩০-এর প্রথমার্ধের মধ্যে ২৮তম বৃহৎ অর্থনীতি হয়ে উঠবে বলে অনুমেয়। এজন্য বাংলাদেশকে এগিয়ে যেতে হবে অনেক পথ, ইতিমধ্যেই স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণে কঠোর শ্রম দিতে হয়েছে, পাড়ি দিতে হয়েছে কঠিন পথ। ২০২১ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত করার প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হওয়া দেশের জন্য একটি অনন্য অর্জন এবং বিরল সম্মান এর বিষয়, এ অর্থনৈতিক অগ্রগতি ২০৪০ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকলে উন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হবে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে ভোক্তাদের আশাবাদ, ভোগবৃদ্ধি, তরুণ শ্রমশক্তি, উচ্চ অর্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতা, ডিজিটাল গতিবেগ, সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি, ব্যক্তি খাতে দ্রুত ব্যয় বৃদ্ধি, দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি। বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি হলো অভ্যন্তরীণ ভোক্তা বাজার। এইচএসবিসি গোবাল রিসার্চ এর ভাষ্যমতে, ২০৩০ সালে বাংলাদেশ হবে বিশ্বের নবম বৃহত্তম ভোক্তা বাজার। সরকার দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের দিক লক্ষ্য রেখে মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন অব্যাহত রেখেছে। গত বছর জুনে পদ্মা সেতু উদ্বোধনের ফলে দক্ষিণাঞ্চলের আর্থসামাজিক অবস্থার দৃশ্যমান পরিবর্তন হতে শুরু করেছে। গত নভেম্বরে কর্ণফুলী টানেলের প্রথম টিউব উদ্বোধন ও ডিসেম্বরে মেট্রোরেলের প্রথম অংশ উদ্বোধন করা হয়েছে। ২০২৩ সালে যেসব মেগা প্রকল্প উদ্বোধনের অপেক্ষায় সেগুলো হলো পদ্মা সেতু রেলসংযোগ, ঢাকা কক্সবাজার রেললিংক, হযরত শাহজালাল বিমান বন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি, এয়ারপোর্ট হতে গাজীপুর), রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রথম ইউনিট। অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি সরকার এখন মানব উন্নয়নে অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। বিশেষ করে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিগত দশকে বাংলাদেশে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সেই সঙ্গে সরকার এখন কারিগরি শিক্ষা প্রশিক্ষণের ওপর জোর দিচ্ছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ অনুযায়ী অর্থনীতিকে আগামী দুই দশকে গড়ে ৯ শতাংশ হারে বাড়তে হবে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা জরুরী। কিন্তু বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থা এক সংকটের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে। বিশেষ করে কোভিড-১৯ ও এর পরবর্তী চলমান বৈশ্বিক মন্দা এবং রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের ফলে বিশ্ব সরবরাহ শৃঙ্খল মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়। যে কারণে মুদ্রাস্ফীতি প্রকট আকার ধারণ করে। অন্যদিকে আমেরিকার ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম "নীতি সুদ হার" ক্রমাগত বৃদ্ধি করার ফলে বাজারে ডলারের প্রবল সংকট দেখা দেয়, যা ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়নকে ত্বরান্বিত করে। ফলে অর্থনীতিতে তারল্য সংকট দেখা দেয়। এক কথায় বৈশ্বিক পরিস্থিতি অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিকে প্রকট আকারে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করেছে। সার্বিকভাবে জাতীয় অর্থনীতির এই সংকটের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে দেশের পুঁজিবাজারে। বাজারে বিনিয়োগকারীগণের মাঝে শেয়ার বিক্রয়ের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ফলে দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ-এর প্রধান সূচক ডিএসইএক্স-এর মূল্য সংশোধন শুরু হয়। ০৪ অক্টোবর ২০২১ তারিখ থেকে শুরু হওয়া মূল্য সংশোধনী প্রবণতা ২০২২-২৩ অর্থবছরেও চলমান ছিল। এছাড়া, অধিকাংশ শেয়ার ক্রেতাশূন্য অবস্থায় ফ্লোর প্রাইসে থাকায় বাজারে লেনদেনের পরিমাণও হ্রাস পায়। চলমান এসব বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক প্রতিকূলতার মধ্যেও রাষ্ট্রীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আইসিবি সরকার প্রণীত পুঁজিবাজার নীতিমালা অনুসরণ এবং নির্দেশনা প্রতিপালনের মাধ্যমে নিজস্ব গতিতে পুঁজিবাজার উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখেছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে আইসিবি উভয় স্টক এক্সচেঞ্জে মোট ১৮,০৯৪.৫৭ কোটি টাকা লেনদেন করে যা স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে সংগঠিত মোট ১,৯৭,১১৮.৬৫ কোটি টাকার লেনদেনের ৯.১৮ শতাংশ। আলোচ্য সময়ে আইসিবি কর্তৃক পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের ধারাবাহিকতা বিগত বছরের মতই বজায় ছিল। ২০২২-২৩ অর্থবছরে আইসিবি ২,৪৭৩ জন নতুন গ্রাহক বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়। পাশাপাশি কর্মদক্ষতা ও গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধিতে কর্পোরেশনের সমন্বিত MIS ও প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে আর্থিক খাতের কার্যক্রম স্মার্ট পদ্ধতিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে সরকারের যে প্রয়াস, আইসিবি তার গর্বিত অংশীদার।

জনগণ চাইলে তথ্য কর্তৃপক্ষ দিতে বাধ্য...

সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী

দোহা ইনভেস্টমেন্ট সামিট-২০২৩

বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বিষয়ে বাংলাদেশ-কাতার সরকারের যৌথ উদ্যোগে ৭ মার্চ ২০২৩ কাতারের রাজধানীতে দোহা ইনভেস্টমেন্ট সামিট ২০২৩ 'দ্য রাইজ অব বেঙ্গল টাইগার: পটেনশিয়ালস্ অব ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ইন বাংলাদেশ' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে দুই দেশের পারস্পরিক লাভজনক অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাতারের ব্যবসায়ীদের একটি প্রতিনিধিদলকে শিগগিরই বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এছাড়া, কাতারে বসবাসরত অনিবাসী বাংলাদেশিদের দেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানান এবং জাতি গঠন প্রচেষ্টায় তাঁদের অংশগ্রহণ কামনা করেন।

বাংলাদেশ বিজনেস সামিট-২০২৩

রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)-এর সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে তিন দিনব্যাপী "বাংলাদেশ বিজনেস সামিট-২০২৩"-এর আয়োজন করা হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (বিডা) এর সহযোগিতায় এফবিসিসিআই আয়োজিত এ সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। উদ্বোধনকালে তিনি ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট দেশে রূপান্তরের যাত্রাকে ত্বরান্বিত করতে বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য বিশ্বের ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীদের প্রতি আহ্বান জানান।

জাপানের টোকিওতে "Trade & Investment opportunities between Bangladesh and Japan" শীর্ষক সামিট আয়োজন

The Japan External Trade Organization (JETRO) এবং The Japan-Bangladesh Committee for Commercial and Economic Co-operation (JBCCEC) এর সহযোগিতায় বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) এবং বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) এর যৌথ উদ্যোগে জাপানের দি ওয়েস্টিন টোকিওতে ২৭ এপ্রিল ২০২৩ "Trade & Investment opportunities between Bangladesh and Japan" শীর্ষক একটি সামিট আয়োজন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন। বৈশ্বিক বিনিয়োগকারীসহ জাপানের বিনিয়োগকারীদের নিকট বাংলাদেশের পুঁজিবাজার এবং বাংলাদেশে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা তুলে ধরার লক্ষে উক্ত সামিট আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশের ২২তম রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন

জনাব মো. সাহাবুদ্দিন ২৪ এপ্রিল ২০২৩ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ২২তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী জনাব মো. সাহাবুদ্দিনকে রাষ্ট্রপতির পদে শপথ পাঠ করান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, মন্ত্রিপরিষদ সদস্যসহ বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। জনাব মো. সাহাবুদ্দিন ২১তম রাষ্ট্রপতি জনাব মো. আবদুল হামিদের স্থলাভিষিক্ত হন। জনাব মো. সাহাবুদ্দিন ১৯৪৯ সালে পাবনা জেলার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি ১৯৮২ সালে বিসিএস (বিচার) ক্যাডারে যোগ দেন। বিচারকের বিভিন্ন পদে চাকরি শেষে ২০০৬ সালে জেলা ও দায়রা জজ হিসেবে অবসর নেন। তিনি জুডিশিয়াল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব ছিলেন। ২০১১ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত দুদকের কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৭১ সালে পাবনা জেলার স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন।

বিশেষ সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত বঙ্গবন্ধু

২৬ মার্চ ২০২৩ ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে উদ্‌যাপিত হয়েছে Foundation of SAARC Writers and Literature (FOSWAL)-এর তিন দিনব্যাপী আঞ্চলিক সাহিত্য সম্মেলন। এই সম্মেলনে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় অঞ্চলের বিপুল সংখ্যক বিশিষ্ট লেখক-সাহিত্যিক অংশগ্রহণ করেন। এ সম্মেলনে বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর তিনটি বইয়ের জন্য 'বিশেষ সাহিত্য পুরস্কার'-এ ভূষিত করা হয়। বই তিনটি হলো-অসমাপ্ত আত্মজীবনী, কারাগারের রোজনামচা এবং আমার দেখা নয়াচীন। প্রখ্যাত পাঞ্জাবি ঔপন্যাসিক এবং এফওএসডবিউএএল-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অজিত কৌর আনুষ্ঠানিকভাবে সংগঠনের আঞ্চলিক সম্মেলনে সফররত বাংলাদেশি লেখক ও গবেষক রামেন্দু মজুমদার এবং মফিদুল হকের হাতে এ পুরস্কার তুলে দেন। পরবর্তীতে এ বিশেষ সাহিত্য পুরস্কার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে হস্তান্তর করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর 'জুলিও কুরি শান্তি পদক' প্রাপ্তির ৫০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন

বাঙালি জাতির মুক্তি আন্দোলন ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বিশ্ব শান্তি পরিষদ ১৯৭২ সালের ১০ অক্টোবর জুলিও কুরি পদকের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নাম ঘোষণা করে। এরপর ১৯৭৩ সালের ২৩ মে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত এশীয় শান্তি সম্মেলনের এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পরিষদের তৎকালীন সেক্রেটারি জেনারেল রমেশচন্দ্র বঙ্গবন্ধুকে 'জুলিও কুরি' পদক প্রদান করেন। স্বাধীন বাংলাদেশে কোনো রাষ্ট্রনেতার এটিই ছিল প্রথম আন্তর্জাতিক পদক লাভ। এ বছর এই পদক প্রাপ্তির ৫০ বছর পূর্তি হয়। সরকার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ২৮ মে ২০২৩ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর 'জুলিও কুরি' শান্তি পদক প্রাপ্তির ৫০ বছর পূর্তি উৎসবের আমেজে পালন করেছে। এ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান এর জুলিও কুরি শান্তি পদক প্রাপ্তির ৫০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নামে শান্তি পুরস্কার প্রবর্তনের ঘোষণা দেন।

বাংলাদেশ ও বিশ্বব্যাংকের অংশীদারিত্বের ৫০ বছর পূর্তি

বাংলাদেশ ও বিশ্বব্যাংকের অংশীদারিত্বের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ০১ মে ২০২৩ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে বিশ্বব্যাংকের সদর দপ্তরে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ডেভিড ম্যালপাসকে এ অনুষ্ঠানে পদ্মা বহুমুখী সেতুর একটি চিত্রকর্ম উপহার দিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ব্যাংকটির নির্বাহী পরিচালকদের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক মতবিনিময় শেষে চিত্রকর্মটি হস্তান্তর করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

কাতার ইকোনমিক ফোরামে প্রধানমন্ত্রী

৩য় কাতার ইকোনমিক ফোরাম ২৩-২৫ মে ২০২৩ লুসাইল শহরের ফেয়ারমন্ট এবং র‍্যাফেলস হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৩ মে ২০২৩ কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ খলিফা আল থানির আমন্ত্রণে ৩য় কাতার ইকোনমিক ফোরামে যোগ দেন। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধিদলও এ ফোরামে অংশগ্রহণ করেন। ফোরামের মূল উদ্দেশ্য হলো-বিশ্বব্যাপী চলমান বহুমুখী চ্যালেঞ্জ ও সংকট এবং এর ফলে উদ্ভূত বিরূপ অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সমাধান খুঁজে বের করা।

এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের বিভিন্ন দেশের পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রকদের সভা

২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ বিশ্বের পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর সংগঠন ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন অব সিকিউরিটিজ কমিশনসের (আইওএসকো) এশিয়া-প্যাসিফিক রিজিওনাল কমিটির (এপিআরসি) সভা প্রথমবারের মতো ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন বিএসইসির চেয়ারম্যান ও আইওএসকোর এপিআরসির ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম। এপিআরসির সভায় অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, হংকং, জাপান, ভারত, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, নেপালসহ এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের অন্যান্য দেশের পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ তাঁদের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, সভায় আইওএসকোর সচিবালয় ও স্পেনের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। সভায় এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের বিভিন্ন দেশের পুঁজিবাজার সংক্রান্ত আইন-কানুন, বিধিমালা, চলমান পরিস্থিতি, ঝুঁকি, সমস্যা ও তা থেকে উত্তরণের উপায়সহ পুঁজিবাজারের সার্বিক উন্নতির বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

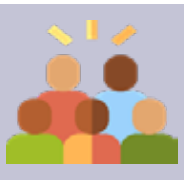

তথ্য সবার অধিকার
থাকবে না কেউ পেছনে আর...

পুরস্কার ও সম্মাননা

আইসিবির এপিএ পুরস্কার অর্জন

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)-এর বার্ষিক অর্জনে নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে। এ উপলক্ষ্যে ১৭ জুলাই ২০২৩ তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব জনাব শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবুল হোসেন-এর কাছে ক্রেস্ট ও সম্মাননা হস্তান্তর করেন। এ সময় আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ও এপিএ টিম প্রধান জনাব মোঃ আজিমুদ্দিন বিশ্বাস এনডিসি এবং কর্পোরেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এ.টি.এম. আহমেদুর রহমান, উপ-মহাব্যবস্থাপক ও এপিএ ফোকাল পয়েন্ট জনাব সুলতান আহমেদ ও সহকারী মহাব্যবস্থাপক ও এপিএ টিমের সদস্য সচিব জনাব আহাম্মদ জুলকারনাইন সোহেল উপস্থিত ছিলেন।

অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি

বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় বেশির ভাগ আন্তর্জাতিক লেনদেন ও বিনিময়ের মাধ্যম হলো মার্কিন ডলার। বাংলাদেশের প্রায় ৯০ শতাংশ বৈশ্বিক লেনদেন হয় ডলারে। ডলার মূল্য ওঠানামার ওপর নির্ভর করে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অধিকাংশ দেশের অর্থনীতি। সাম্প্রতিক সময়ে কোভিড-১৯ পরবর্তী অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেল ও খাদ্য-পণ্যের দাম বহুগুণে বেড়ে যায়। ফলে দেশের রপ্তানি ও প্রবাসী আয় যা হয়, তার চেয়ে আমদানি খরচ বেড়ে যায়। এ জন্য দেশের প্রয়োজনীয় আমদানি চাহিদা মেটাতে অতিরিক্ত ডলার পরিশোধ করতে হচ্ছে। এর ফলে দেশে জ্বালানি, খাদ্য ও ভোগ্যপণ্যের দাম বেড়ে যায়, যার প্রভাব পড়ে মূল্যস্ফীতির ওপর। এতে আর্থিক চাপে পড়ে সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে নিম্ন আয়ের মানুষ। বর্তমান পরিস্থিতি হতে উদ্ভূত এ সমস্ত সংকটের কারণে বাংলাদেশের বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যে যে অসামঞ্জস্যতা তৈরি হয়েছে, তা নিরসনে বর্তমান সরকার নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী জানুয়ারি-জুন ২০২৩ ষান্মাসিকে জাতীয় পর্যায়ে মূল্যস্ফীতি এর চিত্র নিম্নে প্রদর্শিত হলো:

মূল্যস্ফীতির হার CPI দ্বারা নির্ণীত, (ভিত্তি বছর: ২০০৫-০৬)	পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিতে	মাসিক গড় ভিত্তিতে (১২ মাস)
জানুয়ারি, ২০২৩	৮.৫৭%	৭.৯২%
ফেব্রুয়ারি, ২০২৩	৮.৭৮%	৮.১৪%
মার্চ, ২০২৩	৯.৩৩%	৮.৩৯%
এপ্রিল, ২০২৩	৯.২৪%	৮.৬৪%
মে, ২০২৩	৯.৯৪%	৮.৮৪%
জুন, ২০২৩	৯.৭৪%	৯.০২%

মে ২০২৩ মাসে মোট অর্থের যোগান দাঁড়িয়েছে ১৮.২০ লক্ষ কোটি টাকা যা গত বছরের একই সময়ে ছিলো ১৬.৬৩ লক্ষ কোটি টাকা। অর্থের মোট যোগান বিগত বছরের একই সময়ের চেয়ে ৯.৪৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। জুন ২০২৩ মাস শেষে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ৩১,২০৩.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী বছরের একই মাসের ৪১,৮২৬.৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের চেয়ে ২৫.৪০ শতাংশ কম। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এর জানুয়ারি-জুন ২০২৩ ষান্মাসিকে প্রতিমাসের শেষ কর্মদিবস অনুযায়ী ইনডেক্স ছিল নিম্নরূপ:

তারিখ	স্টক এক্সচেঞ্জ	
	ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসইএক্স ইনডেক্স)	চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসসিএক্স ইনডেক্স)
৩১ জানুয়ারি ২০২৩	৬,২৬৭.০৫	১১,০৯৭.৭৯
২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩	৬,২১৬.৯৫	১০,৯৮৫.৪১
৩০ মার্চ ২০২৩	৬,২০৬.৮০	১০,৯৬২.৬০
৩০ এপ্রিল ২০২৩	৬,২৬২.৬৯	১১,০৫৪.৫৫
৩১ মে ২০২৩	৬,৩৩৯.৭৪	১১,১৯৫.৯৩
২৬ জুন ২০২৩	৬,৩৪৪.০৯	১১,১৮২.৯৭

মে ২০২৩ মাস শেষে ব্যাংকের ঋণ-আমানত সুদহারের পার্থক্য (স্প্রেড হার) ২.৯১ শতাংশে অবস্থান করছে, যা মে ২০২২ মাসে ছিল ৩.০৬ শতাংশ। ২০২১-২২ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০২২ থেকে জুন ২০২২ ষান্মাসিকের রেমিট্যান্স আয় ও রপ্তানি আয়ের সাথে ২০২২-২৩ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০২৩ থেকে জুন ২০২৩ ষান্মাসিকের রেমিট্যান্স আয় ও রপ্তানি আয়ের তুলনামূলক চিত্র নিম্নে দেয়া হলো:

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

২০২১-২২ অর্থবছর			২০২২-২৩ অর্থবছর		
মাস	রেমিট্যান্স আয়	রপ্তানি আয়	মাস	রেমিট্যান্স আয়	রপ্তানি আয়
জানুয়ারি	১,৭০৪.৫৩	৪,৮৫০.৪০	জানুয়ারি	১,৯৫৮.৮৭	৫,১৩৬.২০
ফেব্রুয়ারি	১,৪৯৪.৪৭	৪,২৯৪.৫০	ফেব্রুয়ারি	১,৫৬০.৪৮	৪,৬৩০.২০
মার্চ	১,৮৫৯.৯৭	৪,৭৬২.২০	মার্চ	২,০২২.৪৭	৪,৬৪৩.৯০
এপ্রিল	২,০১০.৮১	৪,৭৩৮.৭০	এপ্রিল	১,৬৮৪.৯১	৩,৯৫৬.০০
মে	১,৮৮৫.৩৪	৩,৮৩০.৩০	মে	১,৬৯১.৬৬	৪,৮৪৯.৬০
জুন	১,৮৩৭.২৭	৪,৯০৮.০০	জুন	২,১৯৯.০১	৫,০৩১.৫০

মাসভিত্তিক রেমিট্যান্স ও রপ্তানি আয় (২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ অর্থবছর)

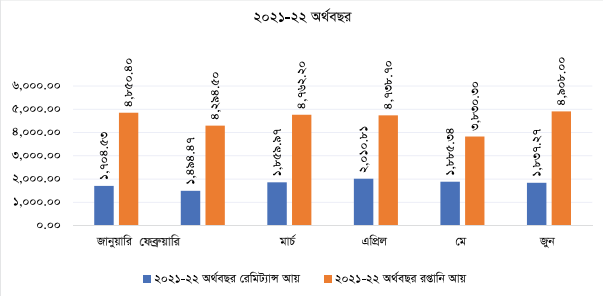

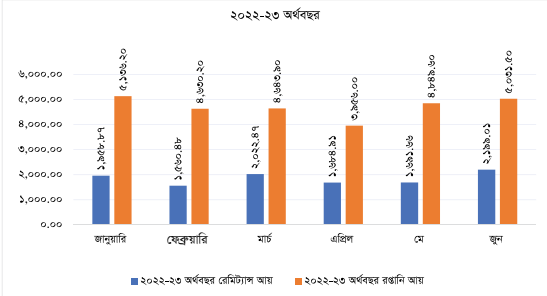

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০২২ থেকে মে ২০২২ পর্যন্ত বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ ১৫,১১৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ২০২২-২৩ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০২৩ থেকে মে ২০২৩ পর্যন্ত বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ ৪,৮৬২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী জুন ২০২৩ মাসের শেষে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মুদ্রার বিপরীতে টাকার মূল্যমান ছিল নিম্নরূপ:

৩০.০৬.২০২৩ তারিখ ভিত্তিক

আন্তর্জাতিক মুদ্রা	মূল্যমান (টাকায়)
১ মার্কিন ডলার	১০৬.০০
১ ইউরো	১১৫.৪৪
১ পাউন্ড (গ্রেট ব্রিটেন)	১৩৪.৭৫
১ জাপানি ইয়েন	০.৭৪
১ রূপি (ইন্ডিয়ান)	১.২৯

বর্তমান পরিস্থিতি হতে উত্তরণ নির্ভর করছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের মেয়াদ ও তীব্রতা, যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভের নীতি সুদহার বৃদ্ধি এবং বিশ্বে করোনার নতুন প্রভাব ও তীব্রতা এই তিনটি বিষয়ের ওপর। এসব পরিস্থিতির উন্নতি হলেই, দেশের অর্থনীতি অদূর ভবিষ্যতে সুদিন দেখতে পারবে বলে আমরা আশাবাদী।

তথ্যসূত্র:

1. www.bb.org.bd
2. www.dsebd.org
3. www.cse.com.bd

সংকটকালে তথ্য পেলে
জনগণের মুক্তি মেলে...

(জানুয়ারি-জুন ২০২৩) ছয় মাসে ডিএসই প্রধান সূচক এবং লেনদেন

পুঁজিবাজারের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স ০১ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখে ছিল ৬১৯৫ পয়েন্ট যা বৃদ্ধি পেয়ে, ২৬ জুন, ২০২৩ তারিখে দাঁড়ায় ৬৩৪৪ পয়েন্টে। আলোচ্য ৬ মাসে সর্বনিম্ন সূচক ছিল ৬১৬৬ পয়েন্ট এবং সর্বোচ্চ ছিল ৬৩৭৭ পয়েন্ট। আলোচ্য ৬ মাসে ডিএসই-তে দৈনিক লেনদেনের গড় ছিল ৬১৫ কোটি টাকা এবং মোট লেনদেন ছিল ৭৩,২০০ কোটি টাকা। একই সময়ে আইসিবির ডিএসই-তে লেনদেনের পরিমাণ ছিল ৫,৯৬৪ কোটি টাকা যা মোট লেনদেনের ৮.১৫ শতাংশ। উল্লেখ্য জানুয়ারি-জুন, ২০২৩ অর্ধ বার্ষিকে মার্কেট রিটার্ন ছিল ২.৪০ শতাংশ।

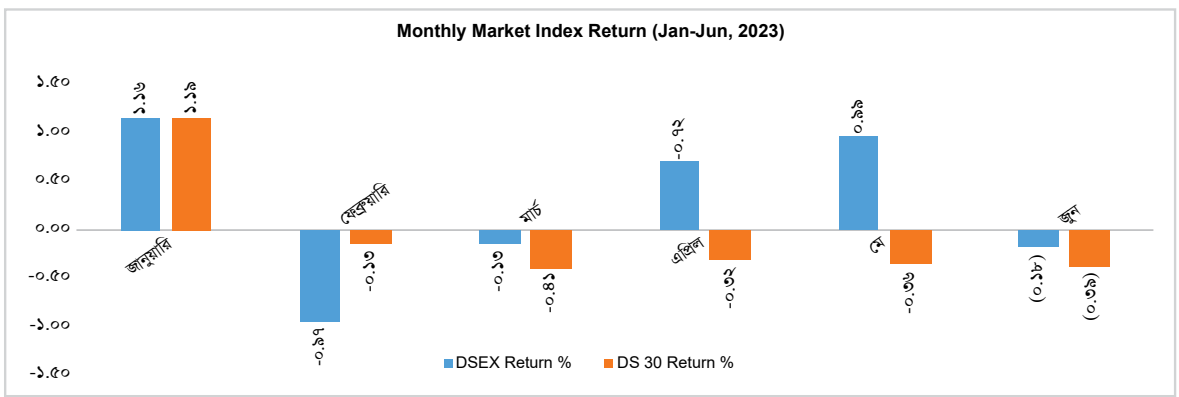

উপর্যুক্ত চিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ডিএসইএক্স ও ডিএস-৩০ জানুয়ারি মাসে সর্বোচ্চ রিটার্ন দেয়। ফেব্রুয়ারি মাসে ডিএসইএক্স সর্বোচ্চ লোকসান দেয়। পরবর্তীতে, ডিএসইএক্স আবার মুনাফার ধারায় ফিরে আসে। কিন্তু ডিএস-৩০ সূচক ফেব্রুয়ারি মাস থেকে লোকসান দিতে থাকে যা জুন ২০২৩ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে।

লেনদেনের ভিত্তিতে খাত ভিত্তিক π-চার্ট (৩০ জুন ২০২৩)

ক্র.নং	খাতভিত্তিক নাম	মোট লেনদেনের শতকরা হার (%)
১	ব্যাংক	১.১
২	অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান	১.৮
৩	মিউচ্যুয়াল ফান্ড	০.৪
৪	সাধারণ বীমা	৪.০
৫	জীবন বীমা	১৫.০
৬	টেলিযোগাযোগ	০.১
৭	ঔষধ ও রসায়ন	৯.৭
৮	জ্বালানি ও বিদ্যুৎ	৪.২
৯	সিমেন্ট	২.৯
১০	সেবা ও আবাসন	৭.৩
১১	প্রকৌশল	৮.১
১২	খাদ্য ও আনুষঙ্গিক	৮.৫
১৩	তথ্য প্রযুক্তি	৭.৪
১৪	বস্ত্র	১৫.০
১৫	কাগজ ও মুদ্রণ	৩.৯
১৬	চামড়া শিল্প	১.৬
১৭	পাট (জুট)	০.৬
১৮	সিরামিকস্	০.৭
১৯	বিবিধ	৭.১
২০	কর্পোরেট বন্ড	০.০
২১	ট্রেজারি বন্ড	০.৫

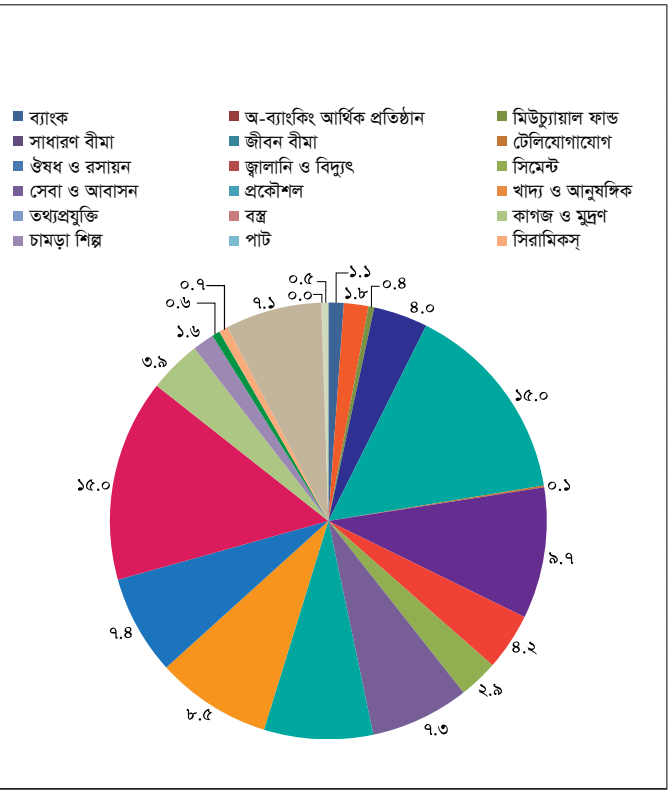

বাজার মূলধনের ভিত্তিতে খাত ভিত্তিক π-চার্ট (৩০ জুন ২০২৩)

ক্র.নং	খাতভিত্তিক নাম	মোট বাজার মূলধনের শতকরা হার (%)
১	ব্যাংক	৯.০
২	অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান	২.৫
৩	মিউচ্যুয়াল ফান্ড	০.৫
৪	সাধারণ বীমা	১.৩
৫	জীবন বীমা	১.১
৬	টলিযোগাযোগ	৭.৭
৭	ঔষধ ও রসায়ন	৯.৬
৮	জ্বালানি ও বিদ্যুৎ	৬.০
৯	সিমেন্ট	১.৬
১০	সেবা ও আবাসন	১.১
১১	প্রকৌশল	৭.০
১২	খাদ্য ও আনুষঙ্গিক	৫.৩
১৩	তথ্য প্রযুক্তি	০.৬
১৪	বস্ত্র	২.৩
১৫	কাগজ ও মুদ্রণ	০.৬
১৬	চামড়া শিল্প	০.৫
১৭	পাট (জুট)	০.০
১৮	সিরামিকস্	০.৪
১৯	বিবিধ	৩.০
২০	কর্পোরেট বন্ড	০.৫
২১	ট্রেজারি বন্ড	৩৯.৪

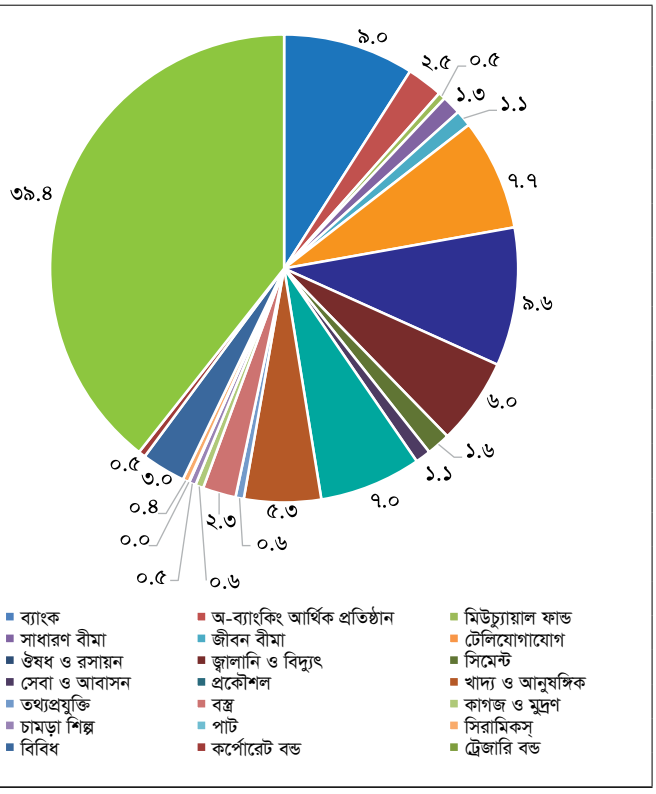

সেক্টরাল পি/ই রেশিও (জুন ২০২৩)

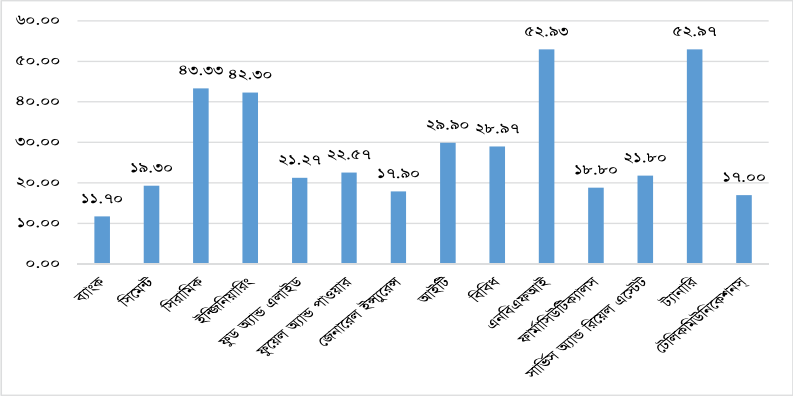

বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের বিভিন্ন সেক্টরের পিই রেশিও বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় জুন ২০২৩ প্রান্তিকে সবচেয়ে কম পি/ই রেশিও ছিল ব্যাংকিং সেক্টরে যার পরিমাণ ছিল ১১.৭০ অন্যদিকে সবচেয়ে বেশি পি/ই রেশিও ছিল ট্যানারি সেক্টরে যার পরিমাণ ছিল ৫২.৯৭।

দক্ষিণ এশীয় পুঁজিবাজার পারফরমেন্স (৩০ জুন ২০২৩)

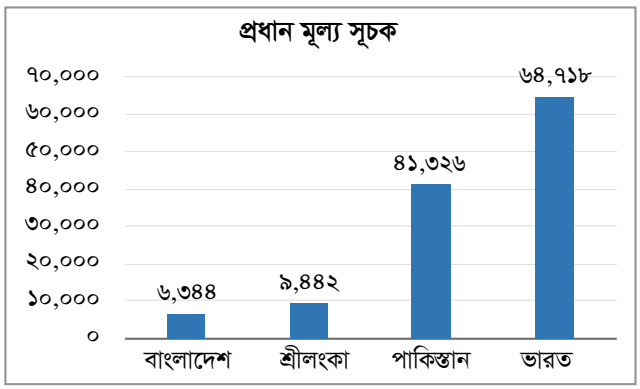

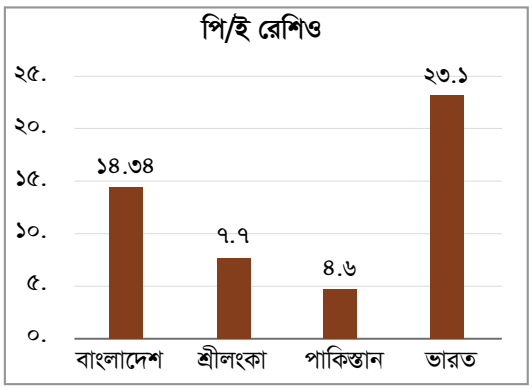

২০২২-২৩ অর্থবছরে ডিএসইতে তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজসমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	কোম্পানির নাম	সিকিউরিটিজের ধরণ	তালিকাভুক্তির পদ্ধতি	লেনদেন শুরু হওয়ার তারিখ	অনুমোদিত মূলধন/ ফান্ড সাইজ (কোটি টাকায়)	পরিশোধিত মূলধন (কোটি টাকায়)	অভিহিত মূল্য (টাকায়)	বাজারমূল্য (৩০ জুন ২০২৩) (টাকায়)
০১.	আইসিবি এএমসিএল সিএমএসএফ গোল্ডেন জুবিলী মিউচ্যুয়াল ফান্ড	মিউচ্যুয়াল ফান্ড	ফিক্সড প্রাইস	২১/০৯/২০২২	১০০.০০	-	১০.০০	৯.০০
০২.	নাভানা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড	ইক্যুইটি	বুক বিল্ডিং	১৮/১০/২০২২	২০০.০০	১০৭.৪১	২৪.০০	১১৬.৮০
০৩.	চাটার্ড লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	ইক্যুইটি	ফিক্সড প্রাইস	৩০/১০/২০২২	২৫০.০০	৩৭.৫০	১০.০০	৭৮.৭০
০৪.	গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	ইক্যুইটি	ফিক্সড প্রাইস	১৬/১১/২০২২	২,০০০.০০	৯৪০.৪২	১০.০০	৮.৬০
০৫.	ইসলামী কমার্শিয়াল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	ইক্যুইটি	ফিক্সড প্রাইস	১৮/১২/২০২২	১০০.০০	৫০.৬৫	১০.০০	৩৫.৪০
০৬.	ঢাকা ব্যাংক পারপেচুয়াল বন্ড	বন্ড	-	০৫/০২/২০২৩	১,০০০.০০	৯৪৯.৬২	৫,০০০.০০	৫,৪৮৯.০০
০৭.	মিডল্যান্ড ব্যাংক লিমিটেড	ইক্যুইটি	ফিক্সড প্রাইস	২৭/০৩/২০২৩	১,০০০.০০	৬৩৯.৬৭	১০.০০	১২.৭০
০৮.	ট্রাস্ট ইসলামী লাইফ ইনসিওরেন্স লিমিটেড	ইক্যুইটি	ফিক্সড প্রাইস	১১/০৫/২০২৩	১০০.০০	৪০.০০	১০.০০	৭৬.৭০
০৯.	এবি ব্যাংক পারপেচুয়াল বন্ড	বন্ড	-	১৫/০৬/২০২৩	৫৭১.০৯	৫৭১.০৯	১,০০০.০০	১,০০৫.০০

এক নজরে বাংলাদেশের শেয়ার বাজার (ডিএসই এবং সিএসই): ৩০ জুন ২০২৩

তারিখ	ডিএসই					সিএসই				
	মোট লেনদেন (সংখ্যা)	মোট লেনদেন (শেয়ার)	মোট লেনদেন (কোটি টাকা)	বাজার মূলধন (কোটি টাকা)	ডিএসইএক্স ইনডেক্স	মোট লেনদেন (সংখ্যা)	মোট লেনদেন (শেয়ার)	মোট লেনদেন (কোটি টাকা)	বাজার মূলধন (কোটি টাকা)	সিএসসিএক্স ইনডেক্স
০১-০১-২০২৩	৫৫৯৯০	২৭২০৫৫৯৭	১৭৮.৪৩	৭৬০২৬৪.৯১	৬১৯৫.৩৭	২৮৫৮	১২৪৮৩১৮	১০৪.২২	৭৪৭৩১৬.৯১	১০৯৬১.৫১
০৫-০১-২০২৩	৬৯৩২৯	৪৭১০৬৪৯৪	৩১৮.০২	৭৬০৬০৮.৮২	৬১৯৩.৯৬	২০১২	৬৮৯৩১৬	৩৪.৪১	৭৪৭৪০৩.৫২	১০৯৬৫.৩৫
১২-০১-২০২৩	১১০৫৮১	৭২৮০৬৫৭২	৫০৭.৫৭	৭৫৪৬৯২.০৩	৬২১৫.০৫	৩৬৫৫	১০২০০০৪	৫.২৭	৭৪৩৩৪৫.২১	১০৯৯৮.৬২
১৯-০১-২০২৩	১২৫৬২২	৯৯৬০৩৯৮১	৫৯০.৬৮	৭৫৬৮৪১.৩৩	৬২৬৫.৪৪	৫৪০৯	৪৭৩৭১৪৭	১১.৪৫	৭৪৫২৭১.৭৯	১১০৭২.৩৫
২৬-০১-২০২৩	১০২২৫০	৭৯২৭২১৮৪	৫০৫.৫৪	৭৬৭০২৬.৯৬	৬২৯৬.২৬	৩৫৩০	৯৯৬২৯৮৫	২১.৩৯	৭৫৪৩৮১.২৬	১১১২৯.১৬
০২-০২-২০২৩	১২৫৫৮৮	১০৪০১০২২৮	৬৮৭.১২	৭৬৭৩৩৮.১৮	৬২৯৪.৭৩	৪৬৩৭	১৮২০৩৮৯	১০.৫৭	৭৫৪৭৮৪.০২	১১১৩৯.৭৬
০৯-০২-২০২৩	১১৫৩৬১	৭২৯৭২৩২৮	৬০৮.৪৫	৭৬৭০৫০.১৬	৬২৮৩.৩১	৩৪১২	১৫৫৯৫৪০	১৪.২২	৭৫৪০৯০.৪৯	১১১১১.৬৯
১৬-০২-২০২৩	৭৪৬১৫	৪২৩৪৫৯৩০	৩৪০.৩৩	৭৬৩৮৪৮.৭০	৬২৪৬.২১	১৫১১	৫৮৬৭৪৬	৩.৪৯	৭৫১৫৪৫.৮০	১১০৪৬.৭৪
২৩-০২-২০২৩	৪৭০১০	৩১৬২১০৭৪	২২২.৯৯	৭৬২২২৬.৯৮	৬২০৫.১২	১১৫২	১২২২৯৩২	৭.১১	৭৪৯৬৭৬.৬২	১০৯৯০.১৮
২৮-০২-২০২৩	৯২১২৩	৬১১৮১২৬৭	৪২০.৬৬	৭৬৩০০৯.১৪	৬২১৬.৯৫	২০২৬	১২১৮৭৭৭	৪.৭৭	৭৪৯৫৪০.৫০	১০৯৮৫.৪১
০৯-০৩-২০২৩	১১৪৩৯০	৮৪৭৮৬২৭০	৫৪৫.৬৮	৭৬৫৫৯১.৫৯	৬২৬০.১৮	২৪৫৪	১৭৯৬৫৯৪	৯.৮৪	৭৫২০৫১.৭২	১১০৫৯.৯২
১৬-০৩-২০২৩	৭৮৯৫৮	৬৩৬৭৮৭৪২	৪৮৪.০০	৭৬১৮৯৪.৬৭	৬২২০.২৪	২৭৭৪	১৯৫৫৩০৬	১৪.৬৪	৭৪৮৫০০.০৬	১১০০১.৭২
২৩-০৩-২০২৩	৬৩৭৪১	৪৩৫৩৬৯৬৬	২৮৬.৯৮	৭৬১৪১০.৯৩	৬২১৫.৩০	৯৩১	১৫৬৩২২৩	১২.১৫	৭৪৮৮০৮.১০	১১০১৪.৪৯
৩০-০৩-২০২৩	১১০৫১৬	৮২৪৪৩২১৯	৬৬৬.৮৪	৭৬২৩৬৬.৩১	৬২০৬.৮০	২৭০৮	১৬১২৮৬০৭	৯৬.১১	৭৪৮২৩৩.৫৬	১০৯৬২.৬০
০৬-০৪-২০২৩	১১৫৫২৯	৭৬২৮২১০৫	৬১২.৩২	৭৬২৯১১.৯৯	৬২১৪.২০	২১৬৬	৮৩৫৪২৮	৬.৪০	৭৪৬৬০৫.৯৬	১০৯৭৩.০১
১৩-০৪-২০২৩	৮৬২৭৯	৫৮৯৯০৭৮৯	৪১৪.১৩	৭৬৩০২৬.০৪	৬২১৫.১৮	১৫৫৩	১৩৪৯৯৫২	৬.৯২	৭৪৮০৭৪.৯৮	১০৯৮৮.০১
২৪-০৪-২০২৩	১১৪৮০৩	৭৫২৩৫৩৯৪	৫৫২.৫২	৭৬৫৫১৬.৭৮	৬২৫২.১৬	২১৩৮	৯১৪১২৬	৩.৯৭	৭৪৯৫৮১.৭২	১১০৩৭.৭৩
২৭-০৪-২০২৩	১৭৬৪২৬	১৫৯০৫৯১১৬	৯৬৭.৬৯	৭৬৬০৫৭.৭০	৬২৭৪.০৬	৩২৭৪	১৭১৯৪১৮	৭.৯৬	৭৫০৫৫১.৯১	১১০৬৪.৬১
০৭-০৫-২০২৩	১৭৭৯৫৪	১৫৩৫০৭৪৫৯	৮৪৬.২১	৭৬৬৪৫৭.২৩	৬২৬৯.৩৪	৪৬৯৪	৩১০৪১৪৭	৯.৪৮	৭৫১২৯২.২৯	১১০৬৯.০৩
১৪-০৫-২০২৩	১৫২৫৭৯	১১৯০৩৪৬২১	৬৩৬.৫০	৭৬৫২৭৫.৩৭	৬২৬৩.৪০	৪৯৫২	৫৭১৭২৮২	১১.৭৮	৭৫০৭৮৪.৫.৭৮	১১০৫৮.১৮
১৮-০৫-২০২৩	২২০২৮৮	১৯১৩২৪৭৩০	৯৩২.৯১	৭৭০৬৩৭.৮৭	৬২৯০.২০	৯৩১৭	৩৮৭৮৭৬৯	১২.৭৩	৭৫৫৩৪১.২৮	১১০৯৪.১৪
২৫-০৫-২০২৩	২২৮৪৬০	২০৪১১৮১৩৯	১০৩৬.৫৭	৭৭২৫৫৯.৯৬	৬৩২৫.৭৩	৬৯১৫	৫০৩৪৭৬৩	১৯.৪১	৭৫৭৩৪০.০৮	১১১৫১.৪৭
০১-০৬-২০২৩	২০৪৬০৮	১৫৩৮৭২৩৫৪	৯৯৭.৮৩	৭৭৪২৮১.২৬	৬৩৫৫.৫৬	৫৫০৪	২৩১৭৫২৮	১২.৫০	৭৫৯৩০০.৪৩	১১২১৯.৪৫
০৮-০৬-২০২৩	২১০৭২৪	১৬৯৭৯৮৩৬০	১০৬৩.৭৮	৭৭৩৬৮৮.২৮	৬৩৫২.৮৪	৬৯২৭	৪০৪৫৭১৬	২১.৬৩	৭৫৮৯৭৮.৭৭	১১২২০.৯৩
১৫-০৬-২০২৩	১২৭৩৭৫	৭৮৮৬৮৭৩১	৪৬৫.০৭	৭৬৯৫২৯.১৮	৬২৮০.০২	৪৫১৩	৪৭৬২৮৫৫	১৪.৬৩	৭৫৫৮৭৩.২০	১১১০২.২৪
২৬-০৬-২০২৩	১৫৩৮৫৩	১৮২২২৩১৩৫	৭৭০.৪৪	৭৭২০৭৮.০৪	৬৩৪৪.০৯	৫৩৭৬	৭৩৮২৩৪৯	৩৪.৪০	৭৫৮৫৫০.১৯	১১১৮২.৯৭
দৈনিক গড় (জানুয়ারি-জুন, ২০২৩)	১৩০৬০৭	১০১৯১৯৭০৩	৬১৫.১৩			৪৬৮২	৫১০৮৯২৩	২২.২৭		
দৈনিক গড় জানুয়ারি, ২০২৩	১১৩৫৬৩	৮৩০১১৩৩০	৫০৯.৮৬			৫৬৩৭	৩৬৭৫২২৫	১২.৩৭		
দৈনিক গড় ফেব্রুয়ারি, ২০২৩	৮৭৪৪৫	৬০৫৭৮২২১	৪৫৪.১৬			২৪৪১	১৪১৯৪৮৯	১০.৬৮		
দৈনিক গড় মার্চ, ২০২৩	৯৪৮৯৪	৬৯০৭৩২০২	৪৭০.৩২			২৯০৬	২৭০৭৭১৪	১৬.০৮		
দৈনিক গড় এপ্রিল, ২০২৩	১১৫৪০১	৮৩৫০১৭৮৫	৫৭২.০২			২৪৭৫	১৬৭৮৭০৯	৭.৬৩		
দৈনিক গড় মে, ২০২৩	১৯২১৩৮	১৬৮৪৯৬৯১১	৮৭৯.১৪			৬৫০২	৪৯০৪২০৮	১৫.৩৮		
দৈনিক গড় জুন, ২০২৩	১৮১০৪৩	১৪৬৯৫৯২৫৩	৮১৫.৫৬			৭৮৮৪	১৭১৭২৩৩৩	৭৬.৭০		

জানুয়ারি-জুন প্রান্তিকের শেষ কর্মদিবস ২৬ জুন, ২০২৩ তারিখে ডিএসইএক্স মূল্য সূচক দাঁড়ায় ৬৩৪৪.০৯ পয়েন্ট-এ যা প্রান্তিকের শুরুতে ছিল ৬১৯৫.৩৭ পয়েন্ট। এ ছাড়া ২৬ জুন, ২০২৩ তারিখে ডিএসই এর বাজার মূলধনায়ন ও দৈনিক লেনদেন দাঁড়ায় যথাক্রমে ৭৭২০৭৮.০৪ ও ৭৭০.৪৪ কোটি টাকায় যা জানুয়ারি-জুন, ২০২৩ প্রান্তিকের শুরুতে ছিল ৭৬০২৬৪.৯১ ও ১৭৮.৪৩৪৪ কোটি টাকা।

অপরদিকে, উল্লিখিত প্রান্তিকের শেষ কর্মদিবস ২৬ জুন, ২০২৩ তারিখে সিএসসিএক্স মূল্য সূচক দাঁড়ায় ১১১৮২.৯৭ পয়েন্ট-এ যা প্রান্তিকের শুরুতে ছিল ১০৯৬১.৫১ পয়েন্ট। এছাড়া, ২৬ জুন, ২০২৩ তারিখে সিএসই-এর বাজার মূলধনায়ন ও দৈনিক লেনদেন দাঁড়ায় যথাক্রমে ৭৫৮৫৫০.১৯ ও ৩৪.৪০ কোটি টাকায় যা জানুয়ারি-জুন, ২০২৩ প্রান্তিকের শুরুতে ছিল যথাক্রমে ৭৪৭৩১৬.৯১ ও ১০৪.২২ কোটি টাকা।

বাজার মূলধনের ভিত্তিতে শীর্ষ ৫ কোম্পানি (ডিএসই এবং সিএসই) : ৩০ জুন ২০২৩

ক্র. নং	ডিএসই			সিএসই		
	কোম্পানির নাম	বাজার মূলধন (কোটি টাকা)	বাজার মূলধনের %	কোম্পানির নাম	বাজার মূলধন (কোটি টাকা)	বাজার মূলধনের %
১	গ্রামীণফোন	৩৮৬৯৯.৬০	৫.০১	গ্রামীণফোন	৩৮৮৮৮.৬৪	৫.১৩
২	ওয়ালটন হাইটেক	৩১৭৩৭.৮০	৪.১১	ওয়ালটন হাইটেক	৩১৬৪৯.৯৫	৪.১৫
৩	বিএটিবিসি	২৮০০৯.৮০	৩.৬৩	বিএটিবিসি	২৮০৩১.৪০	৩.৭০
৪	স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্	১৮৫৯৭.৭৪	২.৪১	স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্	১৮৬৩৩.২০	২.৪৬
৫	রবি আজিয়াটা	১৫৭১৩.৮০	২.০৪	রবি আজিয়াটা	১৫৭৬৬.১৮	২.০৮

লেনদেনের ভিত্তিতে শীর্ষ ৫ কোম্পানি (ডিএসই এবং সিএসই): ৩০ জুন ২০২৩

ক্র. নং	ডিএসই			সিএসই		
	কোম্পানির নাম	লেনদেন (কোটি টাকা)	মোট লেনদেনের %	কোম্পানির নাম	লেনদেন (কোটি টাকা)	মোট লেনদেনের %
১	কেবিপিপিডব্লিওবিআইএল	২০.৩৮	২.৬৪	বিএটিবিসি	১০.৪২	৩১.১৯
২	সি পার্ল	১৯.৫৬	২.৫৪	প্রিমিয়ার ব্যাংক	৩.১৩	৯.০৮
৩	নাভানা ফার্মা	১৭.৭১	২.৩০	ইবনে সিনা	২.৮৯	৮.৪১
৪	ইন্ট্রাকো	১৬.০১	২.০৮	বিএসসিসিএল	২.৮৫	৮.২৭
৫	রূপালী লাইফ	১৫.৬২	২.০৩	মেরিকো	২.৭১	৭.৮৯

বিশ্বের প্রধান প্রধান স্টক এক্সচেঞ্জ-এর সূচক

		৩০ ডিসেম্বর ২০২২	৩০ জুন ২০২৩	পরিবর্তন (%)
বাংলাদেশ				
	ডিএসইএক্স	৬২০৬.৮১	৬৩৪৪.০৯	২.২১
	সিএসসিএক্স	১০৯৮২.২২	১১১৮২.৯৭	১.৮৩
এশিয়া				
টোকিও	নিক্কি ২২৫	২৬০৯৪.৫০	৩৩১৮৯.০৪	২৭.১৯
হংকং	হ্যাং সেং	১৯৭৮১.৪১	১৮৯১৬.৪৩	-৪.৩৭
বোম্বে	এস অ্যান্ড পি বিএসই সেনসেক্স	৬০৮৪০.৭৪	৬৪৭১৮.৫৬	৬.৩৭
সাংহাই	এসএসই কম্পোজিট ইনডেক্স	৩০৮৯.২৬	৩২০২.০৬	৩.৬৫
ফিলিপাইনস্	পিএসইআই	৬৫৬৬.৩৯	৬৪৬৮.০৭	-১.৫০
থাইল্যান্ড	এসইটি	১৬৬৮.৬৬	১৫০৩.১০	-৯.৯২
সিঙ্গাপুর	এসটিআই	৩২৫১.৩২	৩২০৫.৯১	-১.৪০
ইউরোপ				
লন্ডন	এফটিএসই ১০০	৭৪৫১.৭০	৭৫৩১.৫০	১.০৭
ডয়চে বোর্স	ডিএএক্স	১৩৯২৩.৫৯	১৬১৪৭.৯০	১৫.৯৮
ইউরো নেক্সট প্যারিস	সিএসি-৪০	৬৪৭৩.৭৬	৭৪০০.০৬	১৪.৩১
আমেরিকা				
ইউএসএ	নাসডাক কম্পোজিট	১০৪৬৬.৪৮	১৩৭৮৭.৯২	৩১.৭৩
	ডিজেআইএ	৩৩১৪৭.২৫	৩৪৪০৭.৬০	৩.৮০
	এস অ্যান্ড পি-৫০০	৩৮৩৯.৫০	৪৪৫০.৩৮	১৬.৭৮
ব্রাজিল	আইবোভেসপা	১১০০৩১.০০	১১৮০৮৭.০০	৭.৩২

তথ্যসূত্র:
1. www.finance.yahoo.com
2. www.pse.com

মুদ্রা বাজার

বাংলাদেশের মুদ্রানীতিতে বড় পরিবর্তন এনে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসের জন্য সংকোচনমূলক নতুন মুদ্রানীতি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ঋণের সুদহার গণনায় নতুন পদ্ধতি চালু করেছে কেন্দ্রিয় ব্যাংক। মুদ্রানীতিতে 'সিঙ্গেল ডিজিট' বা ৯ শতাংশের ক্যাপ তুলে দেওয়া হয়েছে এবং এর সঙ্গে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি কমিয়ে আনা হয়েছে। টাকার সরবরাহ কমিয়ে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করাই এই মুদ্রানীতির মূল উদ্দেশ্য। ১৮ জুন ২০২৩ তারিখে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথমার্ধের (জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৩) নতুন মুদ্রানীতি ঘোষণা করা হয়। এবারের মুদ্রানীতিতে চারটি মৌলিক পরিবর্তন আনা হয়েছে।

০১. নীতি সুদহার বৃদ্ধিঃ

নতুন এই মুদ্রানীতিতে নীতি সুদহার হিসেবে বিবেচিত রেপো ৫০ বেসিস পয়েন্ট বাড়িয়ে ৬ দশমিক ৫০ শতাংশ করা হয়েছে। অর্থাৎ বর্তমানে কেন্দ্রিয় ব্যাংক থেকে ব্যাংকগুলো জরুরি প্রয়োজনে অর্থ নিলে গুণতে হবে অতিরিক্ত সুদ। পাশাপাশি রিভার্স রেপো ২৫ বেসিস পয়েন্ট বাড়িয়ে ৪ দশমিক ২৫ শতাংশ থেকে ৪ দশমিক ৫০ শতাংশ করা হয়েছে। এখন কেন্দ্রিয় ব্যাংকে টাকা রাখলে ব্যাংকগুলো আগের চেয়ে বেশি সুদ পাবে। রেপো ও রিভার্স রেপোর এই নতুন হার কার্যকরের তারিখ ১ জুলাই ২০২৩। নীতি সুদহার ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের সুদহারের করিডোর প্রথা চালু হচ্ছে। এখন স্পেশাল রেপোকে বলা হবে স্ট্যান্ডার্ড লেন্ডিং ফ্যাসিলিটি (এসএলএফ) ও রিভার্স রেপোকে বলা হবে স্ট্যান্ডার্ড ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি (এসডিএফ)।

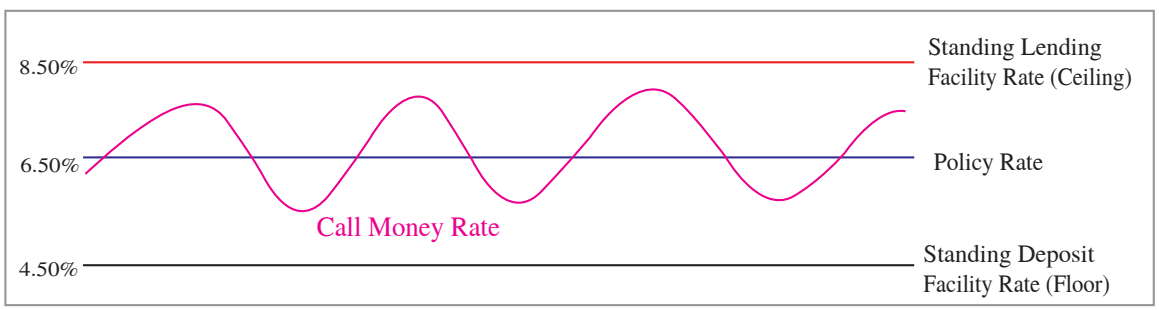

Figure. Interest Rate Corridor (IRC)

নীতি সুদহার করিডোর (IRC) এর উপরের সীমা এসএলএফ এর হার ৮.৫০ শতাংশে স্থির করা হয়েছে, যা নীতি সুদহার থেকে ২০০ বেসিস পয়েন্ট বেশি। অন্যদিকে IRC-এর নিম্ন সীমা, যা এসডিএফ হিসেবে পরিচিত, ৪.৫০ শতাংশে স্থির করা হয়েছে, যা নীতি সুদহার থেকে ২০০ বেসিস পয়েন্ট কম। এর মানে হল যে, ব্যাংক এবং নন- ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ৬.৫০ থকে ৮.৫০ শতাংশ পর্যন্ত সুদ হারে ঋণ নিতে পারবে। অন্যদিকে, এই প্রতিষ্ঠানসমূহ ৪.৫০ শতাংশ সুদে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে উদ্বৃত্ত অর্থ জমা রাখতে পারবে। উল্লেখ্য, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথমার্ধের জন্য IRC সেটটি বাংলাদেশ ব্যাংক-এর মুদ্রানীতি কমিটি (MPC) যে কোন সময় এবং যে কোন স্তরে, প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন করতে পারে।

০২. ব্যাংক ঋণের সুদহার বৃদ্ধিঃ

নতুন মুদ্রানীতিতে ব্যাংক ঋণের সর্বোচ্চসীমা ৯ শতাংশের বাধা তুলে দিয়ে সুদ গণনার নতুন কাঠামো ঘোষণা করা হয়েছে। একই সঙ্গে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সুদহারের সীমাও তুলে দেওয়া হয়েছে। নতুন নিয়মে ব্যাংক ঋণের সুদহার হবে সর্বোচ্চ ১০.১২ শতাংশ। আর আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ঋণের সুদহার হবে সর্বোচ্চ ১২.১২ শতাংশ। এসএমই ও ভোক্তাঋণের তদারকি খরচের জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো আরো ১ শতাংশ বেশি সুদ আরোপ করতে পারবে। ১৮২ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের গড় হার/ SMART (Six-Months Moving Average Rate of Treasury Bill)- এর সঙ্গে ব্যাংকগুলো ৩ শতাংশ ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ৫ শতাংশ সুদ যুক্ত করতে পারবে। এটাই হবে সুদের সর্বোচ্চ হার। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত ছয় মাসে ১৮২ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলে গড় সুদ হলো ৭.১২ শতাংশ। কেন্দ্রিয় ব্যাংকের ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক নির্ণীত এ SMART index প্রতি মাসের প্রথম কর্মদিবসে উক্ত ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

০৩. ডলারের একক দামঃ

বিশ্ববাজারে নিত্যপণ্য ও জ্বালানির দাম যেভাবে কমেছে, বাংলাদেশে সেভাবে কমেনি। এর প্রধান কারণ, ডলারের বিনিময় হার বেশি। এতে আমদানিকৃত পণ্যের দাম বেশি দিতে হচ্ছে। ফলে দেশের মূল্যস্ফীতি বর্তমানে ৯ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। গত এক বছরে ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র, এমনকি পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের মূল্যস্ফীতির হার অনেকটাই কমে এসেছে। মূলত নীতি সুদহার বৃদ্ধির মাধ্যমে তারা ধীরে ধীরে মূল্যস্ফীতির হার কমিয়ে এনেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকও গত এক বছরে রেপো হার বাড়িয়েছে। কিন্তু ডলারের বিনিময় হার বেশি থাকাসহ নানা কারণে তার প্রভাব দেশের বাজারে পড়ছে না।

নতুন মুদ্রানীতি অনুযায়ী, বাংলাদেশ ব্যাংক ১ জুলাই ২০২৩ থেকে ব্যাংকের দামে ডলার বিক্রি করবে। তখন থেকে ডলারের কেনা ও বেচায় এক দাম চালু হবে। এর মাধ্যমে রপ্তানি, আমদানি এবং রেমিট্যান্সের বিনিময় হারে সামঞ্জস্য ও সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হবে।

০৪. BPM6 অনুযায়ী গ্রস ইন্টারন্যাশনাল রিজার্ভ (GIR) গণনাঃ

গ্রস ইন্টারন্যাশনাল রিজার্ভ (GIR) একটি দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং স্থিতিস্থাপকতা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গত বছর আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) কাছ থেকে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হিসাব করার আইএমএফ স্বীকৃত BPM6 পদ্ধতি চালু করার পরামর্শ আসে। সেই পরামর্শের আলোকে নতুন মুদ্রানীতি অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক এখন থেকে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের হিসাব 'দুই পদ্ধতিতেই' করবে। অর্থাৎ পূর্বে যে পদ্ধতিতে করা হত, সেভাবেও করা হবে, আবার BPM6 পদ্ধতিতেও করা হবে। নতুন মুদ্রানীতি অনুযায়ী, বাংলাদেশ ব্যাংক ১ জুলাই ২০২৩ থেকে আইএমএফ-এর ব্যালেন্স অফ পেমেন্টস এবং ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট পজিশন ম্যানুয়াল (BPM6) এর ষষ্ঠ সংস্করণ অনুসারে GIR সংকলন এবং প্রকাশ করবে।

০৫. বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি হ্রাসঃ মুদ্রানীতিতে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১০ দশমিক ৯ শতাংশ। এর আগের মুদ্রানীতিতে প্রাক্কলন ছিল ১৪ দশমিক ১ শতাংশ। অপরদিকে সরকারি ঋণের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৪৩ শতাংশ। যা আগের মুদ্রানীতিতে প্রাক্কলন ছিল ৩৭ দশমিক ৭ শতাংশ। সব মিলিয়ে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ১৬ দশমিক ৯ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে মূল্যস্ফীতি ৬ শতাংশ এবং জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্য সাড়ে ৭ শতাংশ ঠিক করেছে সরকার। কেন্দ্রিয় ব্যাংক এবার প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জনের চেয়ে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে জোর দিয়েছে।

Monetary Policy Statement (MPS) for H1_FY 2023-24
At a glance

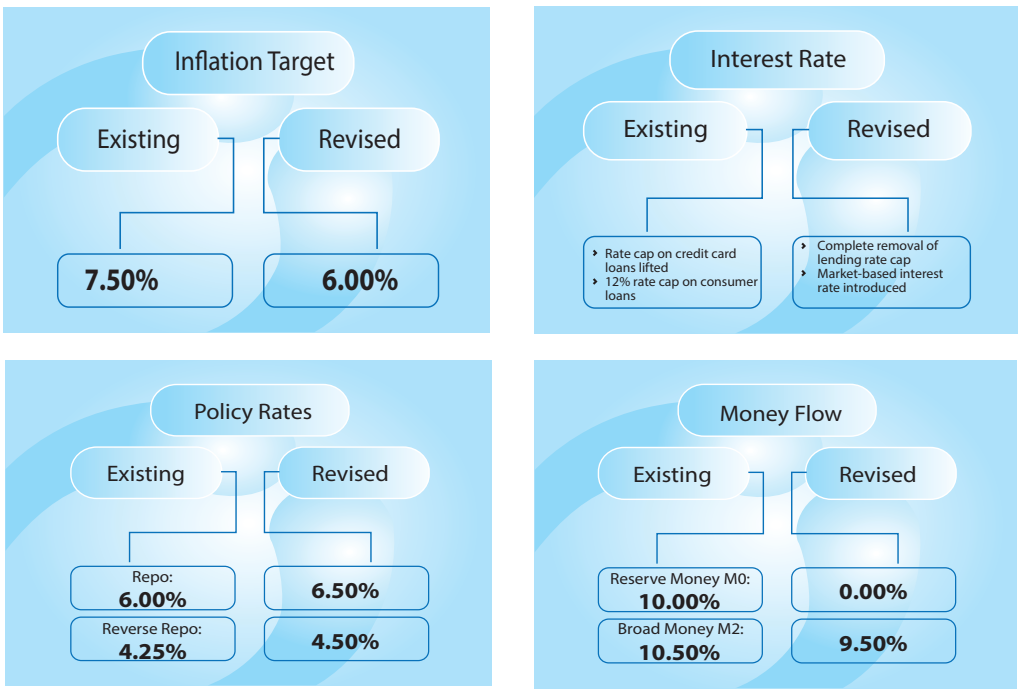

তথ্যসূত্রঃ

1. www.bb.org.bd

জাতীয় অর্থনীতিতে পুঁজিবাজার এবং আইসিবি

একটি দেশের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত হয় সে দেশের ধারাবাহিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জনগণের সম্পৃক্ত হওয়ার মাধ্যমে। এক্ষেত্রে পুঁজিবাজার এমন একটি প্লাটফর্ম যেখানে অধিক সংখ্যক জনগণের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা সম্ভব। বৃহৎ জনগোষ্ঠীর দেশ হিসেবে দেশি বা প্রবাসীদের সঞ্চয়কে দেশের সম্ভাবনাময় খাতে বিনিয়োগের প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে সমাদৃত পুঁজিবাজার যা বিনিয়োগকারীগণের বিকল্প আয়ের উৎস হিসেবেও বিবেচিত। বিগত ৪৬ বছর যাবৎ দেশের পুঁজিবাজারে সাফল্যের সাথে লাভজনকভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে বাংলাদেশের একমাত্র রাষ্ট্র মালিকানাধীন বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) যার প্রতিষ্ঠার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বিনিয়োগের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ ও উৎসাহ প্রদান, পুঁজিবাজার উন্নয়ন এবং সঞ্চয় সংগ্রহ। আইসিবি তার প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই ১৯৭৭ সালে ইনভেস্টরস্ স্কিম চালুর মাধ্যমে দেশের জনসাধারণের সঞ্চিত অর্থকে সর্বপ্রথম পুঁজিবাজারের সাথে সম্পৃক্ত করে। পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকে একটি বিকল্প আয়ের উৎস হিসেবে বিবেচনা করে প্রান্তিক সঞ্চয় নিয়ে নতুন বিনিয়োগকারী এ স্কিমের মাধ্যমে বাজারে নতুন পুঁজির যোগান দিয়ে থাকেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে আইসিবি কর্তৃক মিউচ্যুয়াল ফান্ড ধারণার প্রবর্তন একটি মাইলফলক উদ্যোগ যার ফলস্বরূপ ১৯৮০ ও ১৯৮১ সালে যথাক্রমে ১ম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও আইসিবি ইউনিট ফান্ড বাজারজাতকরণের মাধ্যমে দেশের সর্বস্তরের জনগণের মাঝে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ধারণার সৃষ্টি হয়। এরই ধারাবাহিকতায় আইসিবি সৃষ্ট ইনভেস্টরস্ স্কিম, মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও ইউনিট ফান্ড-এর কার্যক্রম স্বীকৃত নিরাপদ ও লাভজনক বিনিয়োগ মাধ্যম/ইন্সট্রুমেন্ট হিসেবে দেশব্যাপী সফলতার সাথে পরিচালিত হচ্ছে। উল্লেখ্য, আইসিবি একমাত্র প্রতিষ্ঠান যা মিউচ্যুয়াল ফান্ড ইন্ডাস্ট্রিতে ১০০০% লভ্যাংশ প্রদানে সক্ষম হয়েছে। পাশাপাশি, বাংলাদেশের পুঁজিবাজার গঠন, সম্প্রসারণ ও বাজার সুসংহতকরণে আইসিবি ইউনিট ফান্ড জন্মলগ্ন থেকেই বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে চলেছে। দীর্ঘদিন যাবৎ আইসিবি ইউনিট ফান্ড বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে মার্কেট মেকার ফান্ড হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে, যা পুঁজিবাজার উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে বিনিয়োগে উৎসাহিত করার সরকারি পরিকল্পনার মাধ্যম হিসেবে এ ফান্ডটি অত্যন্ত জনপ্রিয়। ২০১৭-১৮ হতে ২০২১-২২পর্যন্ত বিগত পাঁচ অর্থবছরে আইসিবি ইউনিট ফান্ডের পোর্টফলিওর বাজার মূল্য, লভ্যাংশের হার ও বিতরণের তুলনামূলক বিশ্লেষণ পর্যালোচনা করলে এর ধারাবাহিক সাফল্যের একটি চিত্র পাওয়া যায় যা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

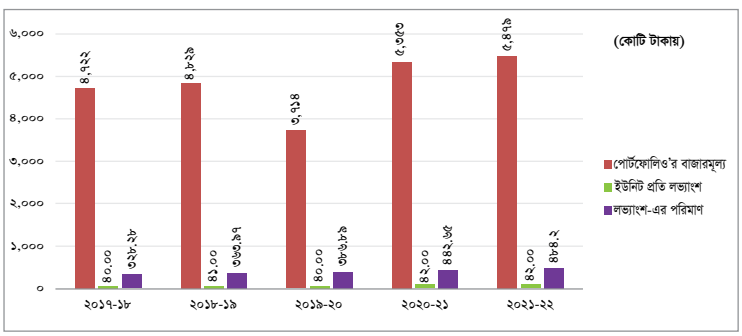

একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য, বর্তমান সময়েও আইসিবি একক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে মিউচ্যুয়াল ফান্ড খাতের বিদ্যমান মেয়াদি ও বে-মেয়াদি মিউচ্যুয়াল ফান্ডসমূহের সম্পদ মূল্য বিবেচনায় বৃহত্তম অংশীদার হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। সার্বিকভাবে বাংলাদেশের মিউচ্যুয়াল ফান্ড ইন্ডাস্ট্রিতে বর্তমান সময়ে আইসিবির অবস্থান তুলে ধরা হলো:

বাংলাদেশে মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সাম্প্রতিক চিত্র

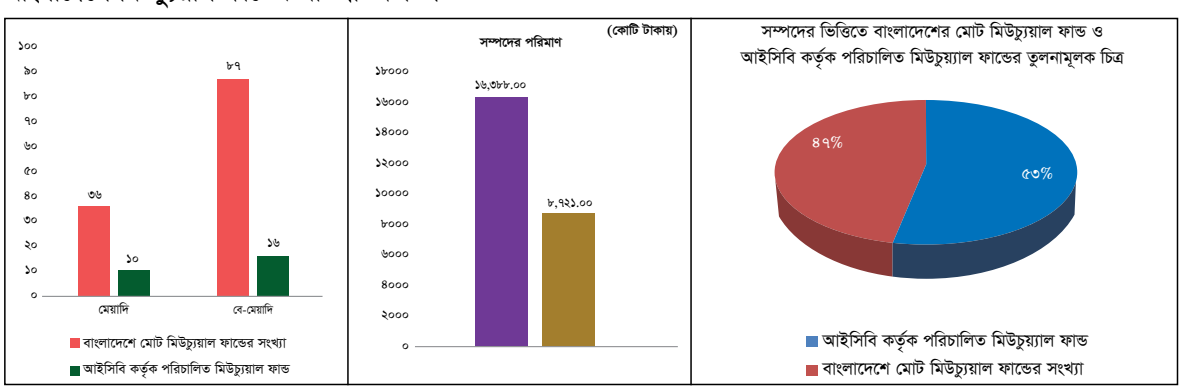

এছাড়া, বিনিয়োগের ক্ষেত্র সম্প্রসারণের মাধ্যমে আইসিবি এ পর্যন্ত বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে জ্বালানি, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বস্ত্র ও পাট, স্বাস্থ্য, সেবা খাতসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে বহু সফল প্রতিষ্ঠান সৃষ্টিতে সহায়ক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ফলশ্রুতিতে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মাধ্যমে আইসিবি দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি সফল উদ্যোক্তা সৃষ্টিতেও রেখেছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

সাম্প্রতিক বছরসমূহে পুঁজিবাজারের বাজার মূলধন ও জিডিপির অনুপাত লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের পুঁজিবাজার সফলভাবে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রেখে চলেছে। এক্ষেত্রে আরও অবদান রাখার লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি এবং আমরা আশাবাদী। ২০১৭-১৮ হতে ২০২১-২২ পর্যন্ত বিগত পাঁচ অর্থবছরে পুঁজিবাজারের বাজার মূলধন ও জিডিপির অনুপাতের একটি চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো:

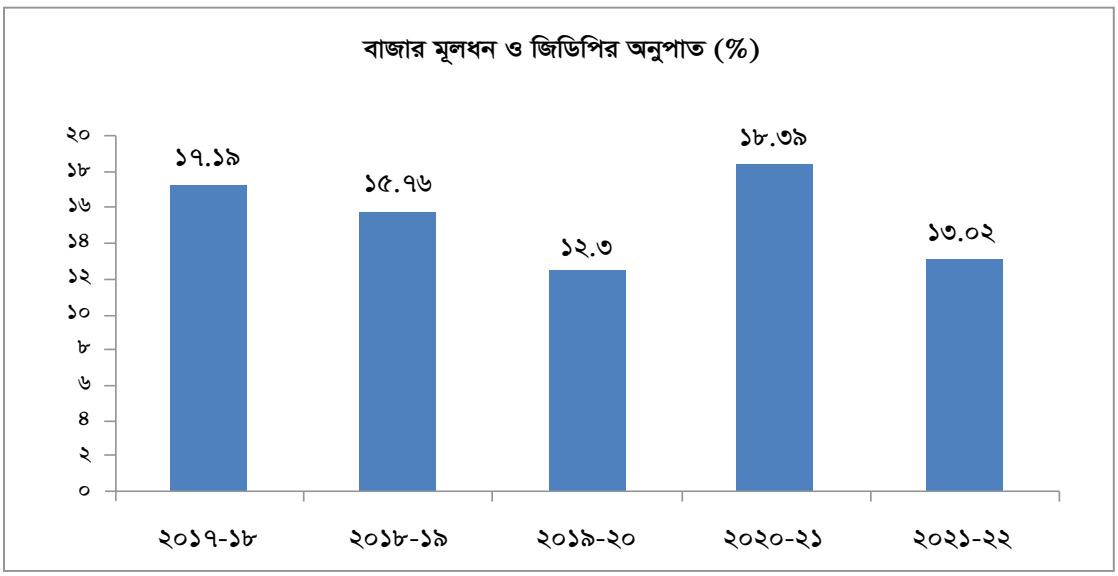

বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে প্রতিবছর যে পরিমাণ লেনদেন সংঘটিত হয় তার একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আইসিবি কর্তৃক সম্পাদিত হয়। উল্লেখ্য, ২০১৭-১৮ হতে ২০২১-২২ পর্যন্ত বিগত পাঁচ অর্থবছরের পর্যালোচনায় বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে সংঘটিত লেনদেনের প্রায় ৯.১৩ শতাংশ লেনদেন বাংলাদেশের একমাত্র রাষ্ট্র মালিকানাধীন বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান আইসিবি এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয় যা পুঁজিবাজার তথা অর্থনীতির গতিকে বেগবান করার ক্ষেত্রে কার্যকর প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। পুঁজিবাজারে সংঘটিত সার্বিক লেনদেন এর পরিমাণ ও এতে আইসিবির অংশগ্রহণের একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

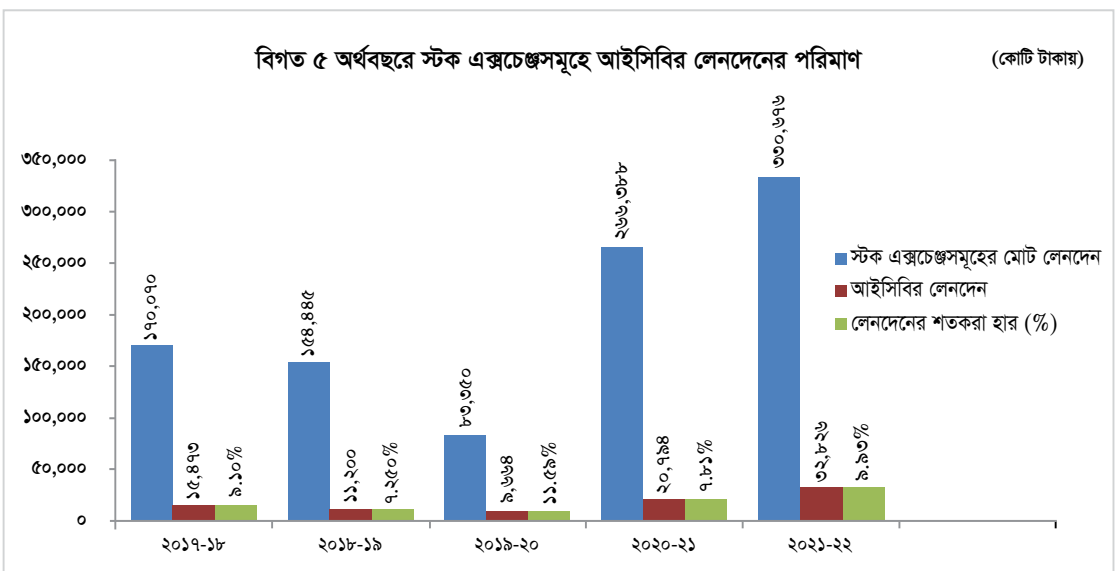

একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে আইসিবি শুধুমাত্র তার মুনাফা অর্জনের চাইতে সার্বিকভাবে পুঁজিবাজারকে একটি সুসংহত ও স্থিতিশীল পর্যায়ে অধিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে নানামুখী উদ্যোগ ও চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এক্ষেত্রে, ধারাবাহিকভাবে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করা, সিকিউরিটিজের চাহিদা ও যোগানের সমন্বয় করা, সরকার মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের সিকিউরিটিজ পুঁজিবাজারে অফলোড করা, সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের বিশেষ প্রণোদনা প্রদান করা, ইনভেস্টরস্ স্কিমে ক্ষতিগ্রস্ত বিনিয়োগকারীগণকে সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান, রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে যথাযথ সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে মূল পুঁজিবাজারে ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে বিনিয়োগকারীগণের আস্থা ফিরিয়ে আনা অন্যতম। আইসিবি প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের মাধ্যমে বৃহদাকার প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী হিসেবে ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। ২০১৭-১৮ হতে ২০২১-২২ পর্যন্ত বিগত পাঁচ অর্থবছরে আইসিবি পুঁজিবাজারে মোট ১২,২৪৬.২১ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে যার অর্থবছর ভিত্তিক একটি চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

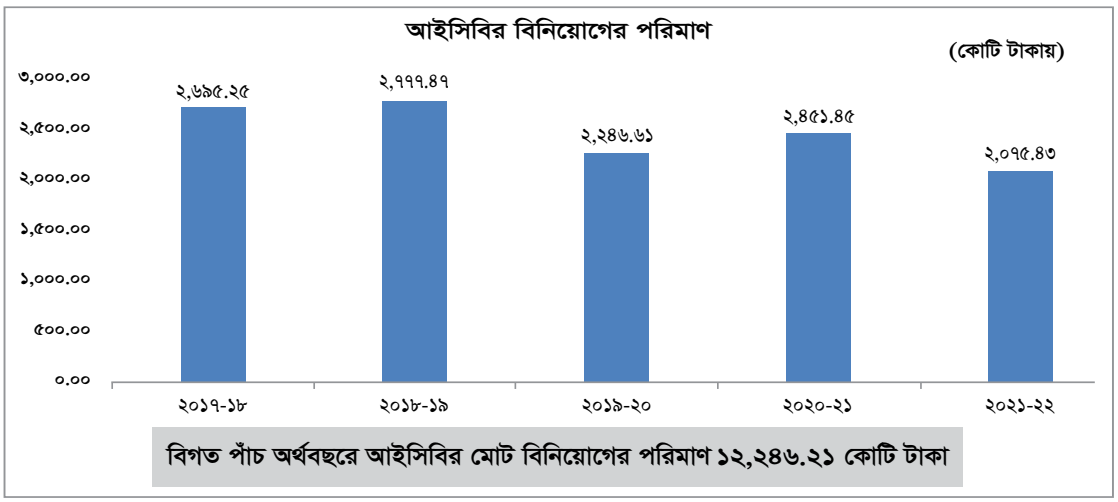

এভাবে প্রতিবছর প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি মার্কেটে ধারাবাহিক বিনিয়োগের মাধ্যমে আইসিবি বাংলাদেশের পুঁজিবাজার উন্নয়নে যে ভূমিকা রাখছে তা অনস্বীকার্য। এই ধারাবাহিক বিনিয়োগের মাধ্যমে বছরান্তে আইসিবির পোর্টফোলিওর আকার বৃদ্ধি পাচ্ছে যার মাধ্যমে আইসিবি পুঁজিবাজারে আরও জোরালো ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছে। ২০১৭-১৮ হতে ২০২১-২২ পর্যন্ত বিগত পাঁচ অর্থবছরে আইসিবির নিজস্ব পোর্টফলিওর আকার বৃদ্ধির একটি তুলনামূলক চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো:

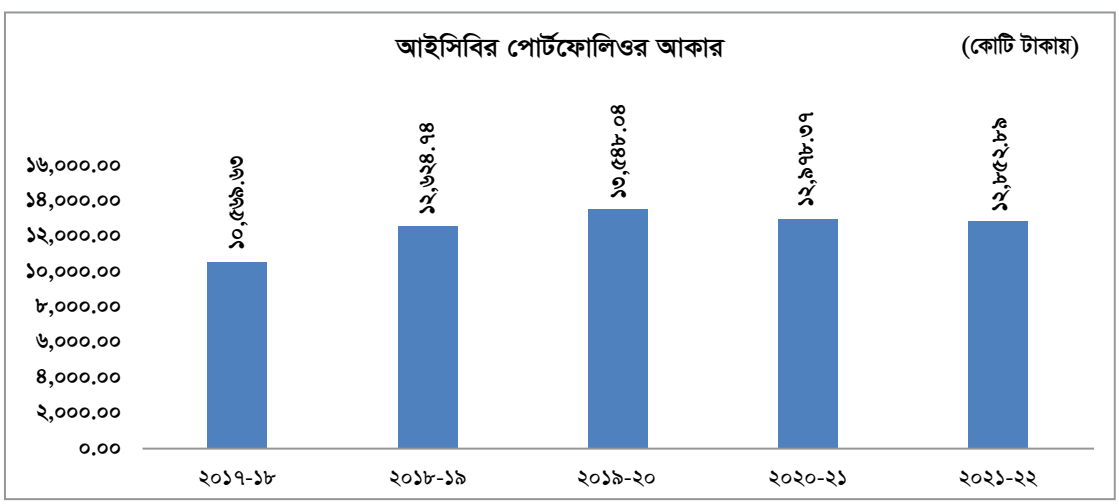

উল্লিখিত বিষয়সমূহ ছাড়াও, বাংলাদেশের পুঁজিবাজারকে আরও স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতার আওতায় আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক বিভিন্ন আইন, বিধিমালা প্রণয়নে আইসিবি মতামত প্রদান ও সক্রিয় অংশগ্রহণ অব্যাহত রেখে চলেছে। ফলে পুঁজিবাজারে বিভিন্ন ধরনের কারসাজি রোধ করাসহ পুঁজিবাজারের স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণ সম্ভবপর হচ্ছে।

আয়কর সুবিধাসহ নিরাপদ ও
বছরান্তে নিয়মিত মুনাফা সম্বলিত
বিনিয়োগ মাধ্যম হিসেবে
একমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পদ ব্যবস্থাপক
আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ
এর ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত
বাংলাদেশ ফান্ড
আইসিবি এএমসিএল ইউনিট ফান্ড
আইসিবি এএমসিএল পেনশন হোল্ডারস্ ইউনিট ফান্ড
আইসিবি এএমসিএল কনভার্টেড ফার্স্ট ইউনিট ফান্ড
আইসিবি এএমসিএল ইসলামিক ইউনিট ফান্ড
ফার্স্ট আইসিবি ইউনিট ফান্ড
সেকেন্ড আইসিবি ইউনিট ফান্ড
থার্ড আইসিবি ইউনিট ফান্ড
ফোর্থ আইসিবি ইউনিট ফান্ড
ফিফথ্ আইসিবি ইউনিট ফান্ড
সিক্সথ্ আইসিবি ইউনিট ফান্ড
সেভেনথ্ আইসিবি ইউনিট ফান্ড
এইটথ্ আইসিবি ইউনিট ফান্ড
আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড এনআরবি ইউনিট ফান্ড
আইসিবি এএমসিএল শতবর্ষ ইউনিট ফান্ড -এ
নিশ্চিন্তে করুন বিনিয়োগ
ফান্ডসমূহের ট্রাস্টি ও হেফাজতকারী
ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ
আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ
বাংলাদেশ জেনারেল ইন্সুরেন্স কোম্পানি লিঃ
সন্ধানী লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি লিঃ
ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড
বিস্তারিত তথ্যের জন্য
আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ এবং
আইসিবি'র শাখা কার্যালয়সমূহে যোগাযোগ করুন
আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ এর ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত অন্যান্য মিউচ্যুয়াল ফান্ডসমূহ:
প্রাইম ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড
আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড মিউচ্যুয়াল ফান্ড
আইসিবি এমপ্লয়ীজ প্রভিডেন্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান ঃ স্কীম ওয়ান
প্রাইম ব্যাংক ফার্স্ট আইসিবি এএমসিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড
ফিনিক্স ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড
আইসিবি এএমসিএল থার্ড এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড
আইএফআইএল ইসলামিক মিউচ্যুয়াল ফান্ড-১
আইসিবি এএমসিএল সোনালী ব্যাংক লিমিটেড ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড
আইসিবি এএমসিএল ফার্স্ট অগ্রণী ব্যাংক মিউচ্যুয়াল ফান্ড
আইসিবি এএমসিএল সিএমএসএফ গোল্ডেন জুবিলী মিউচ্যুয়াল ফান্ড
আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ
(আইসিবি'র একটি সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান)
গ্রীন সিটি এজ (৫ম তলা), ৮৯, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০
ফোন : +৮৮-০২-৮৩০০৪১২, ফ্যাক্স : +৮৮-০২-৮৩০০৪১৬
ই-মেইল : info@icbamcl.com.bd, ওয়েবসাইট : www.icbamcl.com.bd

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে পুষ্পস্তবক অর্পণ

২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি), শাখা কার্যালয়সমূহ এবং সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহের পক্ষ হতে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় শহিদ-মিনারে কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবুল হোসেন-এর নেতৃত্বে পুষ্পপস্তবক অর্পণ করা হয়। এ সময় কর্পোরেশনের মহাব্যবস্থাপকগণ, সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাগণসহ আইসিবি ও সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহের সর্বস্তরের কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, শাখা-কার্যালয়সমূহের শাখা প্রধানগণের নেতৃত্বে শাখা এবং সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহের কর্মচারীগণ স্থানীয় শহিদ-মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে কেন্দ্রিয় শহিদ-মিনারে আইসিবির ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নেতৃত্বে পুষ্পস্তবক অর্পণ

আইসিবি চট্টগ্রাম শাখার উপ-মহাব্যবস্থাপকের নেতৃত্বে শাখা এবং সাবসিডিয়ারি কোম্পানির পক্ষ থেকে স্থানীয় শহিদ-মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ

আইসিবি রাজশাহী শাখার উপ-মহাব্যবস্থাপকের নেতৃত্বে শাখা এবং সাবসিডিয়ারি কোম্পানির পক্ষ থেকে স্থানীয় শহিদ-মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ

আইসিবি বগুড়া শাখার উপ-মহাব্যবস্থাপকের নেতৃত্বে শাখা এবং সাবসিডিয়ারি কোম্পানির পক্ষ থেকে স্থানীয় শহিদ-মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ

আইসিবি বরিশাল শাখার উপ-মহাব্যবস্থাপকের নেতৃত্বে শাখা এবং সাবসিডিয়ারি কোম্পানির পক্ষ থেকে স্থানীয় শহিদ-মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ

আইসিবি খুলনা শাখার উপ-মহাব্যবস্থাপকের নেতৃত্বে শাখা এবং সাবসিডিয়ারি কোম্পানির পক্ষ থেকে স্থানীয় শহিদ-মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ

আইসিবি সিলেট শাখার উপ-মহাব্যবস্থাপকের নেতৃত্বে শাখা এবং সাবসিডিয়ারি কোম্পানির পক্ষ থেকে স্থানীয় শহিদ-মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ

জনগণ চাইলে তথ্য কর্তৃপক্ষ দিতে বাধ্য...

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় পতাকা উত্তোলন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২৩ উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)-এর প্রধান কার্যালয়ে আইসিবি ও সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহ কর্তৃক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। কর্মসূচির অংশ হিসেবে ১৭ মার্চ ২০২৩ তারিখে আইসিবি প্রধান কার্যালয় প্রাঙ্গনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবুল হোসেন জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এ সময় কর্পোরেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এ.টি.এম. আহমেদুর রহমান এবং মহাব্যবস্থাপকগণসহ সর্বস্তরের কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চিত্রাংকন ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

স্বাধীনতার মহান স্থপতি, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০৩তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)-এর প্রধান কার্যালয়ে আইসিবি ও সাবসিডিয়ারি কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানদের অংশগ্রহণে "বঙ্গবন্ধু, স্বাধীনতা ও বাংলাদেশ" বিষয়ক চিত্রাংকন এবং আবৃত্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আইসিবির ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবুল হোসেন, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এ.টি.এম. আহমেদুর রহমান, মহাব্যবস্থাপক মিসেস মাহমুদা আক্তার, মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ মফিজুর রহমান, মহাব্যবস্থাপক জনাব রাজী উদ্দিন আহমেদ, মহাব্যবস্থাপক মিসেস মাজেদা খাতুনসহ উক্ত অনুষ্ঠানে সর্বস্তরের কর্মচারীগণ তাদের সন্তানসহ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, শাখা প্রধানগণ ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে সংযুক্ত ছিলেন। চিত্রাংকন ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সর্বস্তরের কর্মচারীগণ তাদের সন্তানসহ উপস্থিত ছিলেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করে জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তানের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২৩ উদ্‌যাপন করেছে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)। পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠানে আইসিবির ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবুল হোসেন, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এ.টি. এম. আহমেদুর রহমান, মহাব্যবস্থাপক মিসেস মাহমুদা আক্তার, মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ মফিজুর রহমান, মহাব্যবস্থাপক জনাব রাজী উদ্দিন আহমেদ, মহাব্যবস্থাপক মিসেস মাজেদা খাতুন উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও আইসিবি কর্মকর্তা সমিতির সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম খান, আইসিবি কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি জনাব মোহাম্মদ মোর্শেদ সরকারসহ আইসিবি ও সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহের সর্বস্তরের কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। আইসিবি প্রধান কার্যালয়ের পাশাপাশি শাখা কার্যালয়সমূহে শাখা প্রধানগণের নেতৃত্বে শাখা এবং সাবসিডিয়ারি কোম্পানির কর্মচারীগণ পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন

১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০৩তম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস-২০২৩ উদ্‌যাপন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে আইসিবি, আইসিবির সকল শাখা এবং সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহ কর্তৃক বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয় "স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্নে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন, শিশুদের চোখ সমৃদ্ধি ও স্বপ্নে রঙ্গিন"। বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনা করে আইসিবি প্রধান কার্যালয়ে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল আয়োজন করা হয়। মোনাজাত শেষে কেক কাটা হয়। অনুষ্ঠানগুলোতে উপস্থিত ছিলেন আইসিবির ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবুল হোসেন, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এ.টি.এম. আহমেদুর রহমান এবং মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ। উক্ত অনুষ্ঠানে আইসিবি কর্মকর্তা সমিতি এবং কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দসহ আইসিবি ও সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহের সকল স্তরের কর্মচারীগণ তাঁদের সন্তানসহ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, শাখা প্রধানগণ ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে সংযুক্ত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০৩তম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস-২০২৩ উদ্‌যাপন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০৩তম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস-২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবসে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি), শাখা কার্যালয় এবং সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহের পক্ষ থেকে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে শহিদদের প্রতি সম্মান জানিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। পুষ্পস্তবক অর্পণকালে আইসিবির ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবুল হোসেন, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এ.টি.এম. আহমেদুর রহমান, মহাব্যবস্থাপকগণ, আইসিবি সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাগণসহ আইসিবি ও সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহের সর্বস্তরের কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, শাখা কার্যালয়সমূহে শাখা প্রধানগণের নেতৃত্বে শাখা এবং সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহের কর্মচারীগণ পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নেতৃত্বে আইসিবি প্রধান কার্যালয় এবং সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহের পক্ষ থেকে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে শহিদদের প্রতি সম্মান জানিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ

মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে আইসিবি চট্টগ্রাম শাখার উপ-মহাব্যবস্থাপকের নেতৃত্বে শাখা এবং সাবসিডিয়ারি কোম্পানির পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ

মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে আইসিবি রাজশাহী শাখা এবং সাবসিডিয়ারি কোম্পানির পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ

মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে আইসিবি বগুড়া শাখা এবং সাবসিডিয়ারি কোম্পানির পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ

মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে আইসিবি বরিশাল শাখা এবং সাবসিডিয়ারি কোম্পানির পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ

মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে আইসিবি খুলনা শাখা এবং সাবসিডিয়ারি কোম্পানির পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ

মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে আইসিবি সিলেট শাখা এবং সাবসিডিয়ারি কোম্পানির পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ

বিনিয়োগকারীদের সম্মাননা দিলো আইএসটিসিএল

পুঁজিবাজারে স্থিতিশীলতা আনয়ন ও বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আইসিবি সিকিউরিটিজ ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেডের (আইসিবির সাবসিডিয়ারি) প্রধান কার্যালয়ে বিনিয়োগকারীদের সম্মাননা পুরস্কার প্রদান করা হয়। ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ অর্থবছরের সর্বোচ্চ লেনদেনের ওপর ভিত্তি করে প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তি বিনিয়োগকারীদের হাতে সম্মাননা স্মারক ও সার্টিফিকেট তুলে দেয়া হয়। আইসিবির পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোঃ কিসমাতুল আহসান ও আইসিবির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আবুল হোসেন, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ.টি.এম. আহমেদুর রহমান, আইএসটিসিএলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ মফিজুর রহমানসহ অন্যান্য কর্মচারীগণ উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

আইসিবি পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক আইসিবি ও আইসিবি সাবসিডিয়ারি কোম্পানির খুলনা শাখা পরিদর্শন

আইসিবি ও আইসিবির ০২টি সাবসিডিয়ারি কোম্পানি (আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড ও আইসিবি সিকিউরিটিজ ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড)-এর খুলনা শাখার সার্বিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের নিমিত্ত আইসিবি পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোঃ কিসমাতুল আহসান ০৯ মার্চ ২০২৩ তারিখে আইসিবি খুলনা শাখা ও সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহের খুলনা শাখা পরিদর্শন করেন। এসময় খুলনা শাখার উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব দীপক কুমার দত্ত সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন। পরিদর্শনকালে আইসিবি পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোঃ কিসমাতুল আহসান আইসিবি খুলনা শাখা ও সাবসিডিয়ারি কোম্পানির কর্মচারীগণের সাথে মতবিনিময় করেন এবং শাখাসমূহের সার্বিক কার্যক্রম বিষয়ে অবহিত হন এবং শাখাসমূহের প্রবৃদ্ধি অর্জনে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরেও ০৮ মার্চ ২০২৩ তারিখে আইসিবিতে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিলো 'সুশিক্ষা নারীর অধিকার'। কেক কেটে ও বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে আইসিবি আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন করেছে। দিবসটি উদ্‌যাপনকালে কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবুল হোসেন, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এ.টি.এম. আহমেদুর রহমান, মহাব্যবস্থাপকগণসহ আইসিবি কর্মকর্তা সমিতি এবং কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের পাশাপাশি কর্পোরেশনের সর্বস্তরের নারী কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, এ বছর নারী দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে আইসিবি পরিচালনা বোর্ডের চেয়ায়ম্যান মহোদয়ের সহধর্মিনী এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সহধর্মিনী আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

রাজশাহী শাখার বিনিয়োগকারীদের সাথে মত বিনিময় সভা

আইসিবি ও আইসিবির ০২টি সাবসিডিয়ারি কোম্পানি (আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড ও আইসিবি সিকিউরিটিজ ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড)-এর রাজশাহী শাখার বিনিয়োগকারী ও অংশীজনের সাথে ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে রাজশাহীর কলেজ অডিটোরিয়ামে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইসিবি পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোঃ কিসমাতুল আহসান এবং সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইসিবির ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবুল হোসেন। এছাড়া, মহাব্যবস্থাপক মিসেস মাহমুদা আক্তার, মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ মফিজুর রহমান এবং মহাব্যবস্থাপক মিসেস মাজেদা খাতুনসহ উক্ত শাখা কার্যালয়সমূহের কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে আইসিবি, আইসিএমএল ও আইএসটিসিএল-এর স্থানান্তরিত রাজশাহী শাখা কার্যালয় উদ্বোধন করা হয়।

ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির ১০৪তম সভা

ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির (এমসিসি) ১০৪তম সভা ০৭ জুন ২০২৩ তারিখে কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবুল হোসেন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে আইসিবি পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোঃ কিসমাতুল আহসান উপস্থিত ছিলেন। সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এ.টি.এম. আহমেদুর রহমান, মহাব্যবস্থাপক ও সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাগণ, প্রধান কার্যালয়, স্থানীয় কার্যালয় ও সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহের সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক/ সিস্টেম ম্যানেজার/অতিরিক্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সহকারী মহাব্যবস্থাপক/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট/উপ-প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/বিভাগীয় প্রধানসহ অন্যান্য কর্মচারীগণ। এছাড়া, শাখা প্রধানগণ ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে সভায় সংযুক্ত ছিলেন।

বার্ষিক দোয়া ও মিলাদ মাহফিল

কর্পোরেশনের সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করে ১৪ জুন ২০২৩ তারিখে বার্ষিক দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। কর্পোরেশনের ইমাম জনাব মোঃ আবু হানিফ উক্ত দোয়া ও মিলাদ মাহফিল পরিচালনা করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবুল হোসেন, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এ.টি.এম. আহমেদুর রহমানসহ কর্পোরেশনের কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, শাখা প্রধানগণ ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে সংযুক্ত ছিলেন।

‘আবর্তনশীল ভিত্তিতে পুনঃবিনিয়োগযোগ্য পুঁজিবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের সহায়তা তহবিল’

পুঁজিবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের সহায়তার জন্য সরকার “পুঁজিবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের সহায়তা তহবিল” নামে ৯০০.০০ কোটি টাকার একটি বিশেষ তহবিল গঠনপূর্বক তহবিলটি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব আইসিবির উপর অর্পণ করে। তহবিলটি হতে ঋণ বিতরণের মেয়াদ শেষ হওয়ায় পরবর্তীতে এ তহবিল হতে আদায়কৃত ৮৫৬ কোটি টাকা দিয়ে “আবর্তনশীল ভিত্তিতে পুনঃবিনিয়োগযোগ্য পুঁজিবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের সহায়তা তহবিল” নামে অপর একটি তহবিল গঠন করা হয়। পরবর্তীতে ৯০০ কোটি টাকা দ্বারা সৃষ্ট “পুঁজিবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের সহায়তা তহবিল” এর অবশিষ্ট আদায়কৃত ১৫৩.০০ কোটি টাকা তহবিলের সাথে যুক্ত করে তহবিলের আকার ১০০৯.০০ কোটি টাকায় বর্ধিত করা হয়। এ তহবিল থেকে বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে সুদাসলে আদায়কৃত ১০৫৪.৬১ কোটি টাকা এবং সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ছাড়কৃত অর্থসহ বিতরণযোগ্য তহবিলের পরিমাণ দাঁড়ায় ২০৬৩.৬১ কোটি টাকা। তহবিল গঠনের পর হতে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত ৪৬টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে মোট ২২৪০.১২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। ৩০ জুন ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত এ তহবিলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	আবেদন		মঞ্জুরি		বিতরণ		আদায়	
	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ
অল্টারনেটিভ ফান্ড ম্যানেজার	১	৪.৬৫	১	১.১০	১	১.১০	১	১.১৭
অ্যাসেট ম্যানেজার	৭	১৪.৫৮	৭	৭.৭৩	৭	৭.৭৩	৭	২.৮৫
মার্চেন্ট ব্যাংক	১৩	৩০৩০.১০	১৩	২০২৪.০৭	১২	২০১৪.৪৯	১২	১২৪৯.৫৭
স্টক ডিলার	২৬	৬৯৫.৪০	২৬	২২৫.৮০	২৬	২১৬.৮০	২৬	১৪২.৮৭
মোট	**৪৭**	**৩৭৪৪.৭৩**	**৪৭**	**২২৫৮.৭০**	**৪৬**	**২২৪০.১২**	**৪৬**	**১৩৯৬.৪৬**

মহান মে দিবস উদ্‌যাপন

‘মহান মে দিবস-২০২৩’ উপলক্ষ্যে আইসিবি কর্মচারী ইউনিয়ন কর্তৃক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। মে দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে আইসিবি কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি জনাব মোহাম্মদ মোর্শেদ সরকার ও সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ সুমন মাতুব্বরসহ ইউনিয়নের বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ

কর্পোরেশনের জন্য একটি প্রশিক্ষিত ও সুদক্ষ কর্মীবাহিনী গঠন করা আইসিবির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীগণের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আইসিবি সময়ে সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে উন্নত ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত কর্পোরেশনের বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীগণকে বিভিন্ন মেয়াদে স্বনামধন্য প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান যেমন- BIBM, BICM, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ফ্যাসিলিটিশন কোম্পানি (আইআইএফসি), আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ), এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) এবং আইসিবির নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

Foundation Training of Newly Appointed Senior Officer

Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing শীর্ষক প্রশিক্ষণ

বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন ও শুদ্ধাচার চর্চা বিষয়ক গোপনীয় প্রতিবেদন শীর্ষক প্রশিক্ষণ

পদোন্নতি

অর্থ মন্ত্রণালয়, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের যুগ্মসচিব ও আইসিবি পরিচালনা বোর্ডের পরিচালক জনাব মো: আজিমুদ্দিন বিশ্বাস এনডিসি-এর ১৪ মে ২০২৩ তারিখে অতিরিক্ত সচিব পদে

পদোন্নতি প্রাপ্তিতে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)-এর পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয় এবং তাঁর সফল কর্মজীবন ও সমৃদ্ধি কামনা করা হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, এক্সচেঞ্জ ও আইসিবি শাখার ২৫ জুন ২০২৩ তারিখের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে কর্পোরেশনের উপ-মহাব্যবস্থাপক/সমমান পদে কর্মরত জনাব এ.এস.এম. হায়দারুজ্জামান, জনাব মোঃ আল আমিন তালুকদার, জনাব মোঃ হাবীব উল্লাহ, জনাব মোঃ আনোয়ার শামীম এবং জনাব মোঃ সাইদুল ইসলাম-কে মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)-এ পদায়ন করা হয়েছে। কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে পদোন্নতি প্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপকগণকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয় এবং একই সাথে নবনিযুক্ত মহাব্যবস্থাপকগণের সফল কর্মজীবন ও সমৃদ্ধি কামনা করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ

সদ্য পদোন্নতি প্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপকগণ আইসিবিতে পদায়নপূর্বক টুঙ্গিপাড়ায় অবস্থিত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর সমাধিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

নিয়োগ ও যোগদান

কর্পোরেশনের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন এবং গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ মাসে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির আওতায় কর্পোরেশনের শূন্য পদের বিপরীতে মোট ১৮ জন নতুন সিনিয়র অফিসার (গ্রেড-৯) নিয়োগ দেয়া হয়। নবনিযুক্ত সিনিয়র অফিসারদের ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণ শেষে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে পদে স্থাপন করা হয়েছে। আইসিবির পক্ষ থেকে সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত সিনিয়র অফিসারদের অভিনন্দন জানানো হলো।

অবসর গ্রহণ

কর্মজীবনের সায়াহ্নে আইসিবি থেকে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারী অবসর গ্রহণ করেন। ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৩ সালের জুন মাস পর্যন্ত কর্পোরেশনের মোট ০৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অবসর গ্রহণ করেছেন, তন্মধ্যে ১৬ মে ২০২৩ তারিখে মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ তালেব হোসেন, ৩১ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার জনাব মোঃ মোহসীন উদ্দিন খান, ০৮ মার্চ ২০২৩ তারিখে সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার মিজ্ মনিজা খাতুন, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে কেয়ারটেকার জনাব মোঃ নুরুজ্জামান অবসর গ্রহণ করেন।

কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবুল হোসেন ও উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এ.টি.এম. আহমেদুর রহমান অবসরপ্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ তালেব হোসেনকে ফুলেল শুভেচ্ছার মাধ্যমে বিদায়ী সংবর্ধনা প্রদান করেন। এ সময় আইসিবি কর্মকর্তা সমিতি ও আইসিবি কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কর্পোরেশনের মহাব্যবস্থাপক (অ্যাডমিন) জনাব রাজী উদ্দিন আহমেদ অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার জনাব মোঃ মোহসীন উদ্দিন খানকে ফুলেল শুভেচ্ছার মাধ্যমে বিদায়ী সংবর্ধনা প্রদান করেন। এ সময় আইসিবি কর্মকর্তা সমিতি ও আইসিবি কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কর্পোরেশনের উপ-মহাব্যবস্থাপক (অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশন) জনাব বিভাস সাহা অবসরপ্রাপ্ত কেয়ারটেকার জনাব মোঃ নুরুজ্জামানকে ফুলেল শুভেচ্ছার মাধ্যমে বিদায়ী সংবর্ধনা প্রদান করেন। এ সময় আইসিবি কর্মকর্তা সমিতি ও আইসিবি কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আপনার সঞ্চয়কে
সমৃদ্ধশালী
করার জন্য একটি বিনিয়োগ হিসাব খুলুন
আমাদের সেবাসমূহ:
বিনিয়োগ হিসাব ব্যবস্থাপনা
মার্জিন ঋণ সুবিধা
পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা
ইস্যু ব্যবস্থাপনা
আইপিও-তে (শেয়ার, বন্ড) আন্ডাররাইটিং
অ্যারেঞ্জার সেবা
রেজিস্ট্রার টু দি ইস্যু সেবা
ট্রাস্টি ও কাস্টোডিয়ান সেবা
আর্থিক পুনর্গঠন/পুনঃবিন্যাস এবং কর্পোরেট অ্যাডভাইজরি সার্ভিস
ব্যক্তি বিনিয়োগকারীগণকে বিনিয়োগ অ্যাডভাইজরি সার্ভিস
প্লেসমেন্ট এবং ইক্যুইটি পার্টিসিপেশনসহ শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ক্রয় সেবা
ইইএফ/ইএসএফ প্রকল্পের অ্যাপ্রাইজাল সার্ভিস
মার্জার ও একুইজিশন
পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সেবা
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) কর্তৃক আয়োজিত "স্বাধীনতা সুবর্ণজয়ন্তী পুরস্কার-২০২১" এ মার্চেন্ট ব্যাংকার ক্যাটাগরিতে আইসিএমএল ১ম পুরস্কার অর্জন করেছে।
ডিজিটাল সেবা:
ই-মেইল এ পোর্টফোলিও ও আর্থিক বিবরণী প্রদান
ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার
অনলাইন ট্রেডিং সুবিধা
এসএমএস ও ই-মেইলের মাধ্যমে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়
এসএমএস-এর মাধ্যমে তথ্য প্রদান
ওয়াইফাই সুবিধা
শাখাসমূহ
manager_ctg@icml.com.bd
manager_raj@icml.com.bd
manager_barisal@icml.com.bd
manager_khulna@icml.com.bd
manager_bogra@icml.com.bd
manager_sylhet@icml.com.bd
manager_uttara@icml.com.bd
manager_gazipur@icml.com.bd
আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড
(আইসিবি'র একটি সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান)
গ্রিন সিটি এজ, (৬ষ্ঠ ও ৭ম তলা), ৮৯, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
টেলিফোন: ৮৩০০৩৫৫, ৮৩০০৩৬৭, ৮৩০০৩৮৭, ৮৩০০৩৯৬, ৮৩০০৪২১
ফ্যাক্স: ৮৮০২-৮৩০০৩৯৬, ই-মেইল: id@icml.com.bd, icmlbd@gmail.com
ওয়েবসাইট: icml.com.bd, icml.gov.bd
শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ, জেনে ও বুঝে বিনিয়োগ করুন।
CAPITAL MANAGEMENT LIMITED

Initial Public Offering (IPO)

Part-01

Definition:

- "IPO" means first offering of security by an issuer to the general public.
- "Public Issue" means public issue of securities through initial public offer or repeat public offer;
- In general, IPO means fund raising from public through issuance of Securities.

Parties Involved in IPO Process:

Issue Manager(s), Underwriter(s), Registrar to the Issue, Credit Rating Agency, Statutory Auditors, Cost Auditors, if required & Valuers.

General Requirement for filing IPO Application: Rule-3 [BSEC (Public Issue) Rules, 2015]

IPO Methods: *R.3(1)

- Fixed price method, when offered at par value;
- Book-building method, when offered above par value;

Pre & Post Capital Requirements: R.3(2)

- It has to make public offer for such an amount so that the Post-Initial Public Offer (Post-IPO) paid-up capital is increased by as follows:
  - (i) At least 30%, if the Post-IPO paid-up capital is less than or equal to Tk. 75 crore;
  - (ii) At least 20%, if the Post-IPO paid-up capital is more than Tk. 75 crore, but not more than Tk. 150 and
  - (iii) At least 10%, if the Post-IPO paid-up capital is more than Tk. 150 crore.

Financials and other Requirements: R.3 (2)

- Should be Public Limited Company;
- Financial Statements (FS) shall not be older than 120 days at the time of submission of Red-herring prospectus to BSEC;
- Latest Financial Statement should be audited by the panel Auditors of BSEC;
- FS should be prepared in accordance with the Securities and Exchange Rules, 2020, IFRS/ IAS as adopted in Bangladesh as well as the Companies Act, 1994 and other applicable laws;
- Cost audit by professional accountants as per the Companies Act, 1994, if applicable;
- No accumulated retained loss in FS at the time of application;
- Complied with the provisions of guidelines regarding valuation of assets, dated 18.08.2013
- Issue manager is in no way connected with the issuer, doesn't hold any of its securities.

Shareholding Requirements:

- Sponsors and Directors group should maintain a minimum Post-IPO shareholding of 30%
- Each Director should hold at least 2% of Share Capital except Independent Directors

Other Requirements:

- Comply Corporate Governance Code 2018;
- It has not raised paid-up capital except issuance of bonus shares within the preceding two years from the date of application for public offer;
- Regular in holding annual general meeting (AGM);
- The issuer or any of its directors is not a bank defaulter;
- At least 35% of the issue for fixed price method and 35% of the quota allotted for General Public category has been underwritten.

Additional Requirement for IPO under Fixed Price Method: R.3 (3)

Financial Statements Requirements:

- It has been in commercial operation having positive net profit after tax at least for the latest financial year; or
- It has not started its commercial operation, or has not completed any financial period yet, it has positive projected net profit after tax;

Others Requirements:

- Thirty five percent (35%) of the issuer has been underwritten on a firm commitment basis by the underwriter(s);
- Post IPO paid-up capital shall not be less than 50 (fifty) crore.

Allotment process:

The general public shall be allotted securities on pro-rata basis instead of open lottery;

Additional Requirement for IPO under Book Building Method: R.3 (4)

Commercial Operation Requirements:

- It has been in commercial operation at least for preceding 3 (three) years;

Financial Statements Requirements:

- It has made Net Profit After Tax and Net Operating Cash Flow at least for immediate preceding 2 (two) financial years;

Other Requirements:

- It has appointed separate persons as issue manager and registrar to the issue for managing the issue;
- The issuer has been rated by a credit rating company registered with the Commission.

Reference:

Bangladesh Securities and Exchange Commission (Public Issue) Rules, 2015.

অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সাথে আইসিবির এপিএ চুক্তি ২০২৩-২৪ স্বাক্ষরিত

১৭ জুলাই ২০২৩ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সাথে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)-এর ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়। আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে আইসিবির পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন আইসিবির ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবুল হোসেন। উক্ত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে কর্পোরেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এ.টি.এম. আহমেদুর রহমান, কর্পোরেশনের উপ-মহাব্যস্থাপক ও এপিএ ফোকাল পয়েন্ট জনাব সুলতান আহমেদ এবং সহকারী মহাব্যবস্থাপক ও এপিএ টিমের সদস্য সচিব আহাম্মদ জুলকারনাইন সোহেলসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

আইসিবি এবং এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানি ও শাখা-কার্যালয়সমূহের মধ্যে এপিএ চুক্তি ২০২৩-২৪ স্বাক্ষরিত

১৪ জুন ২০২৩ তারিখে আইসিবি এবং সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহ ও শাখা কার্যালয়সমূহের মধ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে আইসিবি পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোঃ কিসমাতুল আহসান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে আইসিবির ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবুল হোসেন আইসিবির পক্ষে এবং সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহের পক্ষে সংশ্লিষ্ট প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাগণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

শুদ্ধাচার কর্নার

কর্পোরেশনের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত বাছাই কমিটি ও নৈতিকতা কমিটির সুপারিশ এবং পরিচালনা বোর্ড-এর অনুমোদন অনুযায়ী ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) "শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান (সংশোধন) নীতিমালা-২০২২" এর আলোকে উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব এ.এস. এম. হায়দারুজ্জামান*, প্রিন্সিপাল অফিসার জনাব আবির দত্ত, সিনিয়র অফিসার জনাব আতিয়ার হোসেন ফাহাদ, অফিসার জনাব মৃণাল কান্তি সেন, সুপারভাইজর মোছা. এলাচি খাতুন**, ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর জনাব মোঃ মিজানুল ইসলাম, এবং অফিস সহায়ক মিজ্ হাবিবা খাতুন-কে ২০২১-২২ অর্থবছরে "শুদ্ধাচার পুরস্কার" প্রদান করা হয়। শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইসিবি পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোঃ কিসমাতুল আহসান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবুল হোসেন, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এ.টি.এম.আহমেদুর রহমান, মহাব্যবস্থাপকগণসহ কর্পোরেশনের সকল স্তরের কর্মচারী।

* উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব এ.এস.এম. হায়দারুজ্জামান, ২৫ জুন ২০২৩ তারিখে মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত হয়েছেন।

** সুপারভাইজার মোছা. এলাচি খাতুন-এর পক্ষে পুরস্কার গ্রহণ করেন প্রিন্সিপাল অফিসার জনাব মোঃ ছাইফুল ইসলাম (পিছনের সারির ডান থেকে প্রথম)।

ইনোভেশন কর্নার

সরকারি কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুশাসন সংহতকরণে জনপ্রশাসনে ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম। দপ্তরসমূহের সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজিকরণ এবং কাজের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে বার্ষিক ই-গর্ভন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের এ লক্ষ্যকে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে আইসিবি ২০১৫ সালে প্রথম ইনোভেশন টিম গঠন করে। সেবা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশন-এর মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়নের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে নিম্নলিখিত সেবাসমূহ চালু করা হয়েছেঃ

১. আইসিবি ইউনিট ফান্ডের সিআইপি ইউনিট ধারকের অনুকূলে খুচরা (ফ্র্যাকশনাল) লভ্যাংশপত্র বিতরণ কার্যক্রম সেবা চালুকরণ;

২. সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে ই-নথি রিপোর্ট প্রদান; এবং

৩. অনলাইন পেমেন্ট সিস্টেম সেবা চালুকরণ;

বার্ষিক ই-গর্ভন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজনসহ উক্ত অর্থবছরে ই-গর্ভন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে আইসিবি শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও সুশাসন, ব্যবসায়িক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা
সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহারকারী দেশের পুঁজিবাজারের
একটি অন্যতম ও নির্ভরযোগ্য ব্রোকারেজ প্রতিষ্ঠান

আইসিবি সিকিউরিটিজ ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড

(আইসিবি'র একটি সাবসিডিয়ারি)

ডিএসই ট্রেক নং-১২৯, সিএসই ট্রেক নং-০৭১

আজ ও আগামীর সর্বোত্তম বিনিয়োগ সেবার অঙ্গীকারসমূহ

ব্রোকারেজ সেবা

- ট্রেডিং হিসাব পরিচালনা
- অনিবাসী ব্যক্তি হিসাব পরিচালনা
- কোম্পানি হিসাব পরিচালনা
- মার্জিন ঋণ হিসাব পরিচালনা
- সিকিউরিটিজ লেনদেন
- সেলিং এজেন্ট কার্যাবলী
- কাস্টডিয়ান সেবা
- আইপিও সেবা
- স্বল্প খরচে সর্বোত্তম বিনিয়োগ সেবা

ডিপোজিটরি সেবা

- বিও হিসাব পরিচালনা
- সিকিউরিটিজের নিরাপদ সংরক্ষণ
- সিকিউরিটিজ অজড়করণ ও পুন:জড়করণ
- সিকিউরিটিজ সেটেলমেন্ট
- সিকিউরিটিজ বন্ধক ও রহিতকরণ
- বিও হিসাব ফ্রিজকরণ ও রহিতকরণ
- বোনাস, রাইট শেয়ার ও সিকিউরিটিজ বিভাজন সংক্রান্ত কার্যক্রম ইত্যাদি

অন্যান্য সেবা

- মোবাইল ফোন ট্রেড
- মোবাইল অ্যাপস ট্রেড
- ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার
- এসএমএস সার্ভিস
- ই-মেইল সার্ভিস
- সার্বক্ষণিক ওয়াই-ফাই সুবিধা

কোম্পানির শাখা কার্যালয়সমূহ ঃ

- চট্টগ্রাম শাখা ঃ আইয়ুব ট্রেড সেন্টার (১১ তলা), ১২৬৯/বি, শেখ মুজিব রোড, আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম, ফোন: ০৩১-২৫১১০৫১
- সিলেট শাখা ঃ আনন্দ টাওয়ার শপিং কমপ্লেক্স (৮ম তলা), জেল রোড, সিলেট, ফোন: ০৮২১-৭১০০৫১
- বরিশাল শাখা ঃ বরিশাল প্লাজা (৪র্থ তলা), ৮৭-৮৮, হেমায়েত উদ্দিন রোড, বরিশাল, ফোন: ০৪৩১-২১৭৩৮৮৮
- রাজশাহী শাখা ঃ আর্শিবাদ টাওয়ার (৫ম তলা), ৩২, গনকপাড়া, ঘোড়ামারা, বোয়ালিয়া, রাজশাহী, ফোন: ০২৪৭-৮১২১৯৪
- খুলনা শাখা ঃ বিডিবিএল ভবন (৩য় তলা), ২৫-২৬, কেডিএ বা/এ, যশোর রোড, খুলনা, ফোন: ০৪১২-৮৩০০৬৯
- বগুড়া শাখা ঃ আফসার আলী কমপ্লেক্স (৪র্থ তলা), রাজাবাজার রোড, বড়গোলা, বগুড়া, ফোন: ০৫১৭-৮২৮৫
- উত্তরা শাখা ঃ বাড়ী-১৩ (৩য় তলা), রোড-১৪/এ, সেক্টর-০৪, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা, ফোন: ০২-৫৮৯৫০৭৮০

আইসিবি সিকিউরিটিজ ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড
(আইসিবি'র একটি সাবসিডিয়ারি)
গ্রিন সিটি এজ (৮ম তলা), ৮৯, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
পিএবিএক্স: +৮৮-০২-৮৩০০৪৬১-২, ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৮৩০০৪৬৬
ই-মেইল: istclbd@gmail.com, ওয়েব: www.istcl.com.bd

বঙ্গবন্ধুর কিছু অজানা তথ্য-২ (খুলনা জেলে বন্দী জীবন)

মোহাঃ সামছুল আলম আকন্দ
উপ-মহাব্যবস্থাপক

ঢাকার নাজিরা বাজারে ১১ অক্টোবর ১৯৪৯ সালে পুলিশের সঙ্গে গন্ডগোলের ওপর ভিত্তি করে দলের সভাপতি আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ও সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হলে নিরাপত্তা আইনে তাঁদেরকে ১৯৪৯ সালে ডিসেম্বরে গ্রেপ্তার করা হয়। উল্লেখ্য যে, ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন আওয়ামী মুসলিম লীগের যাত্রা শুরু হয়। উক্ত মামলায় বঙ্গবন্ধুর ৩ মাসের কারাদণ্ড হলে তাঁকে ঢাকা কেন্দ্রিয় জেল থেকে গোপালগঞ্জ জেলে কিছুদিন রাখার পর ফরিদপুর জেলে আবার গোপালগঞ্জ জেলে প্রেরণ করা হয়। নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে কর্তৃপক্ষ তাঁকে খুলনা জেলে পাঠিয়ে দেয়। জেল খানার অবস্থা ছিল ভয়াবহ। খুলনা জেল ছিল ব্রিটিশ আমলের সাব-জেল। স্বল্প পরিসর। একটি মাত্র দালান ঘর সেখানে হাজতি ও কয়েদির একসঙ্গে বসবাস। ৬টি সেল। সেল গুলোর সামনে ১৪ ফিট দেয়াল। একদিকে ফাঁসির ঘর অন্যদিকে ৩২টি পায়খানা। বাতাসের দুর্গন্ধে বসবাস করা দুরুহ ছিল। একটি সেলে বঙ্গবন্ধুকে রাখা হয়। এখানকার জেল জীবন তাঁকে অতিষ্ঠ করে তোলে। অন্য জেলে পাঠানোর জন্য তিনি জেল কর্তৃপক্ষের (তদন্তকারি সিভিল সার্জনরা জেল সুপারের দায়িত্ব পালন করতেন) কাছে দাবি করেন। সিভিল সার্জন মোঃ হোসেন জেল পরিদর্শনে এসে বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাৎকারে দুজনের মধ্যে অনেকক্ষণ কথা হয় যা নিম্নরূপঃ

জেল সুপার : আপনি কেন জেল খাটছেন?
বঙ্গবন্ধু : ক্ষমতা দখলের জন্য।
জেল সুপার : ক্ষমতা দখল করে কি করবেন?
বঙ্গবন্ধু : যদি পারি দেশের জনগণের জন্য কিছু করবো। ক্ষমতায় না যেয়ে জনগণের জন্য কিছু করা যায় না।

খুলনা জেলে ৩ মাসের সাজাসহ বঙ্গবন্ধুর ৬ মাসের ডিটেনশন অর্ডারের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও তাঁকে আটকে রাখা হয়। তিনি জেল কর্তৃপক্ষকে জানান, **"অর্ডার যখন আসেনি তখন আমাকে ছেড়ে দিন। আর যদি আটকে রাখেন তাহলে বে-আইনিভাবে আটক রাখার জন্য আদালতে মামলা করবো"** জেল ও পুলিশ প্রশাসন বিষয়টি সম্পর্কে জেল কর্তৃপক্ষকে জানালেন যে তাঁদের কাছেও কোন অর্ডার নেই যে তাঁকে জেলে বন্ধি রাখা যাবে। বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে গোপালগঞ্জের মামলায় প্রোডাকশন ওয়ারেন্ট ছিল ফলে খুলনা জেল কর্তৃপক্ষ পুলিশ পাহারায় তাঁকে গোপালগঞ্জ পাঠিয়ে দেয়। তাঁকে মানসিকভাবে দুর্বল করার জন্য ফরিদপুর ও খুলনা জেল থেকে একাধিকবার গোপালগঞ্জ জেলে পাঠানো হয়। কিন্তু তাঁর মনোবল ছিল অত্যন্ত শক্ত। তিনি ছিলেন অসীম ধৈর্য্যশীল, তাঁর ছিল পর্বতসম মানসিকতা। প্রজ্ঞা ও মনোবল ছিল অটুট। খুলনা জেলে গোয়েন্দা বিভাগের এক কর্মকর্তা শেখ মুজিবুর রহমানকে ১৯৫১ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি এক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি পাকিস্তানের কেন্দ্রিয় সরকারের সমালোচনা করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন সাধারণ নির্বাচন হলে আওয়ামী মুসলিম লীগ জয়ী হবে। মুচলেকা দিয়ে তিনি মুক্তিলাভে ইচ্ছুক ছিলেন না। ১৯৫১ সালের ২২ মার্চ খুলনা জেলে গোয়েন্দা কর্মকর্তা বঙ্গবন্ধুকে প্রাসঙ্গিক বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে সরকারের নিকট যে প্রতিবেদন দাখিল করেন নিম্নে তা হুবহু উল্লেখ করা হলোঃ

I interviewed the S.Pr Sk Mujibur Rahman in khulna jail on 22.02.51. In course of interview, he gave out a history of his work as a Muslim League worker till partition of Bengal. He tried to establish that he did much for the achievement of Pakistan and he would do best of his ability for the betterment of the poor people of Pakistan through whose sacrifice it was achieved. He criticized the ministry, old East Bengal for its incapability of redressing any substantial help to the poor class people and also for the betterment of the country. He criticized the BPC report, which according to him was the result of the conspiracy of the higher authority of west Pakistan with a view to ultimately reducing East Bengal to a colony. He also gave out that as an Awami League worker he was very keenly observing. The

news about the ensuing election of the Punjab which would give a clear idea of the Party's Strength. He opined that the Muslim League would come out successful in the election in the Punjab with a very small margin. But he was sure that Awami Muslim League would defeat that Muslim League by an overwhelming majority if there would be any general election in the East Bengal. He was not willing to execute any bond for release even if the detention would cause him to face death. His attitude was very stiff. (S.Pr: Security Prisoner)

"সরকারি কর্মচারীদের জনগণের সাথে মিশে যেতে হবে। তারা জনগণের গোলাম, সেবক, ভাই। তারা জনগণের বাপ, জনগণের ছেলে, জনগণের সন্তান। তাদের এই মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে"।

-বঙ্গবন্ধু

১৯৫১ সালের ০২ ফেব্রুয়ারি তারিখে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক খুলনা জেলা কারাগার থেকে S.P.1.B কে নিজ হাতে লিখিত সাদা কাগজে যে আবেদন পত্রটি দেয়া হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

To
The S.P.1.B, Khulna
Through The Supt, District Jail, Khulna.

Sir,

I am sending herewith the true copies of detention order, the ground of detention and representations of mine which I have submitted to the Govt. time to time.

Will you please arrange to send these copies to my pleader Maulana Abdus Salam Khan, Advocate, High Court to move my habeas corpus petition in the High Court. The address of Abdus Salam Khan is 15/3, Hatkhola Road, Tikatuly, Dacca. Please Send these papers as soon as possible.

Your Sincerely
Sd/- Sheikh Mujibur Rahman
Security prisoner
02.02.51

(ক্রমশ...)

[সূত্রঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক সম্পাদিত Secret Documents of Intelligence Branch (IB) on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman 1948-50, Declassified Documents. Vol-1]

সব ওষুধই আছে প্রকৃতিতে, আমার/ আপনার সুস্থতা নিজেরই হাতে

আয়শা সিদ্দিকা
প্রিন্সিপাল অফিসার

গত তিন মাস কোনো ঔষধ খাচ্ছি না-

কিন্তু ভালো আছি,

কিভাবে?.....

প্রথমত যে অসুখগুলো ভালো হবার নয়, তাদের ভালোবেসেছি। দ্বিতীয়ত সব না পাওয়াকে ভুলে গিয়েছি। সব পাওয়াকে বড় বড় করে চোখে দেখার চেষ্টা করছি। তৃতীয়ত সবসময় ইতিবাচক থাকছি, নিখুঁত হবার চেষ্টা বাদ দিয়েছি। প্রতি মুহূর্তকে দারুণ উপহার ভেবে উদ্‌যাপন করছি। প্রতিদিন ইয়োগা ও মেডিটেশন যোগ করেছি এবং পঞ্চমত জীবনযাপন ও খাদ্যাভ্যাসে প্রকৃতির কাছে ফিরে গেছি, একটু বিস্তারিত বলি?

ক্রমাগত প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করলে দেহ ও মনের মধ্যে যে সমন্বয়হীনতা তৈরি হয়, সেটাই 'রোগ'! যদিও প্রাথমিক অবস্থায় কোনো রোগই তেমন ক্ষতিকর নয়, কেননা রোগ প্রতিরোধের সকল সক্ষমতা প্রাকৃতিক নিয়ম দেহের ভেতরেই বিদ্যমান। কিন্তু মানুষ যখন ভুলভাল জীবনযাপন ও খাদ্যাভ্যাস অব্যাহত রাখে, রোগ তখনি প্রবলভাবে জাপটে ধরে- যেখান থেকে অনেকেই আমৃত্যু ছাড়া পায় না!

সৃষ্টির শুরু থেকে মানুষের চিকিৎসা ছিল প্রকৃতি নির্ভর। সে কারণে ঘটনাক্রমে কেউ অসুস্থ হলেও প্রকৃতির সহযোগিতা নিয়ে খুব দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠতো, কিন্তু যখন থেকে রোগমুক্তির জন্য প্রকৃতিকে উপেক্ষা করে মানুষ কৃত্রিম পদ্ধতির দিকে ঝুঁকে পড়েছে, তখন থেকেই বিপর্যয়ের সূচনা। মানুষ তার ভুল বুঝতে পেরে প্রকৃতির কাছে ফিরে এলে আবার সুরক্ষা পাবে, কিন্তু প্রকৃতি-বিরুদ্ধ নিয়মে চললে ভুলের মাত্রা ক্রমশ বাড়তেই থাকবে।

চলমান ড্রাগ নির্ভর চিকিৎসা ব্যবস্থা মহামূল্যবান মানব শরীর নিয়ে কেবল ব্যবসাই করছে, কিন্তু কাউকে পুরোপুরি সুস্থ করে তুলতে পারছে না। কেমিক্যাল নির্ভর চিকিৎসা ব্যবস্থার মধ্যে একটিবার ঢুকে গেলে রোগীর চূড়ান্ত নিষ্কৃতিও মিলছে না। অথচ মানুষের সুস্থতার জন্য আলাদাভাবে কোনো ওষুধের প্রয়োজন নেই, খাদ্যই পথ্য তথা চিকিৎসা। মানবদেহ আসলে তাই-যা আমরা খাই; আমাদের দেহ মূলত রূপান্তরিত খাদ্য। সেটা যদি সঠিকভাবে নির্বাচন করে, সঠিক সময়ে, সঠিক নিয়মে, সঠিক পরিমাণে দেহাভ্যন্তরে ঢোকানো যায়, তাহলে মানবদেহ আমৃত্যু সুস্থ থাকবে। কিন্তু উল্টাপাল্টা খাবার খেলে আর আবোল তাবোল জীবনযাপন করলে মৃত্যুর নির্ধারিত ক্ষণ ঘনিয়ে আসার অনেক আগেই যেনতেন প্রকারে বেঁচে থাকতে হবে- যেটাকে সত্যিকারের বেঁচে থাকা বলে না!

আমরা যদি চিকিৎসার নামে মানবশরীরে কেমিক্যাল (ড্রাগ) ঢোকানো বন্ধ করতাম, তাহলেও অনেক অনাকাঙ্খিত স্বাস্থ্যগত সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে পারতাম!

বনের প্রাণীরা প্রাকৃতিক খাবার সরাসরি খায় বলেই সুস্থ থাকে, কিন্তু মানুষ সভ্য হওয়ার নামে প্রাকৃতিক খাবার জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে নানাভাবে বিকৃত করে খায় বলে অসুখ-বিসুখের হাত থেকে নিস্তার পাচ্ছে না!

মানবদেহ মাটি আর পানির সমন্বয়ে তৈরি। সেই দেহের ভেতরে যতক্ষণ বাতাস আনাগোনা করে, ততক্ষণই প্রাণ থাকে। তার মানে মাটি-পানি-বাতাসের সমন্বয়ে তৈরি মানুষের খাবারও মূলত তিনটি- কঠিন, তরল আর বায়বীয়। এই তিন খাবারের সুসমন্বয় হলে মানুষ আমৃত্যু সুস্থ ও সবল থাকবে। প্রকৃতির পূর্ণ সহযোগিতা নিয়ে প্রাকৃতিক রীতিনীতি মেনে খাবার খেলে পার্থিব কোনো রোগ আমাদেরকে ছুঁতেই পারবে না!

কিন্তু খাবারের মধ্যে সমস্যা হলে/থাকলে মানবদেহ দ্রুত অসুস্থ হয়ে পড়বে এবং শরীর একটিবার বিগড়ে গেলে আবার তাকে সুস্থতার পথে ফিরিয়ে আনা অত্যন্ত কঠিন।

মধু : মধুতে রয়েছে কার্বোহাইড্রেট, সেই সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন, মিনারেল ও অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যা আমাদের ইমিউনিটি বজায় রাখে। শরীরে তাপ উৎপাদনে সাহায্য করে। ঠান্ডাজনিত অসুখ থেকে রক্ষা করে। সর্বোপরি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

রসুন : হার্টকে সুস্থ রাখার জন্য খাবারের তালিকায় অবশ্যই রাখুন রসুন। রান্নার সঙ্গে উপকরণ তো বটেই, খেতে পারেন গার্লিক ব্রেড বা রসুনের আচারও।

মরিচ : শুকনা মরিচে আছে পটাশিয়াম, ম্যাঙ্গানিজের মতো উপকারী উপাদান, যা স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই উপকারী।

খেজুর : খেজুরের স্বাস্থ্যগুণও একাধিক। হাড় মজবুত রাখার জন্য নিয়মিত দুধের সঙ্গে খেজুর খেতে পারেন।

ডিম : পুরুষের ক্ষেত্রে শরীর গরম রাখতে সাহায্য করে ডিম। এটি পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ একটি খাবার। ডিমের মধ্যে রয়েছে প্রয়োজনীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড। এছাড়া এতে রয়েছে ভিটামিন এ, বি৫, বি১২, বি৬, ডি, ই, কে, ফোলেট, ফসফরাস, সেলিনিয়াম, ক্যালিয়াম ও জিংক। প্রতিটি ডিমের মধ্যে রয়েছে পাঁচ গ্রাম প্রোটিন।

ঘি : ঘি সারা বছরের সুপার ফুড। প্রতিদিন অল্প পরিমাণ ঘি খেলে রক্তে গুড কোলেস্টেরল তৈরি হয়, যা হার্টকেও ভালো রাখতে সাহায্য করে। এছাড়াও, দৈহিক তাপমাত্রা বজায় রাখা, হজমশক্তি বৃদ্ধি, দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখা, পেশির কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি এবং শরীর থেকে বিষাক্ত টক্সিন বের করে দেয়।

গুড় : প্রচুর আয়রন, এনার্জির উৎস ছাড়াও গুড় কিন্তু হজম শক্তিও বৃদ্ধি করে। যাদের ডায়াবেটিস রয়েছে তারাও কিন্তু নির্ভয়ে গুড় খেতে পারেন। শীতে শরীরকে গরম রাখতে জুড়ি নেই গুড়ের।

তুলসি : আয়ুর্বেদিক গ্রন্থ থেকে জানা যায়, শরীরকে সুস্থ এবং কর্মক্ষম রাখতে তুলসি এবং আদার কোনো বিকল্প হয় না বললেই চলে। কারণ এই দুই প্রাকৃতিক উপাদানের শরীরে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিবায়োটিক এবং অ্যান্টিভাইরাল প্রপার্টিজ।

তিল : তিল দারুণ উপকারী। এটি ক্যালসিয়াম ও আয়রনে ভরপুর। গুড় ও তিলের লাড্ডু বানিয়ে খেতে পারেন। তিল ত্বক ভালো রাখতে সাহায্য করে। চুল লম্বা হতে সাহায্য করে, হাড় ভালো রাখে ও শ্বাসযন্ত্রের রোগের জন্যও দুর্দান্ত কাজ করে।

আদা চা : নিজেকে গরম রাখার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো এক কাপ আদা চা। থার্মোজেনিক উপাদানের কারণে আদা শরীর উষ্ণ রাখতে সাহায্য করে। এটি হজমে সহায়তা করে এবং রক্ত প্রবাহ বাড়িয়ে দেয়।

আয়রন-সমৃদ্ধ খাবার : আপনার হাত-পা যদি সব সময় ঠান্ডা থাকে, তাহলে আপনার আয়রনের ঘাটতি বা রক্তশূন্যতা থাকতে পারে। শরীরের সমস্ত অংশে অক্সিজেন বহন করার জন্য আয়রন সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ। তাই শরীর উষ্ণ রাখতে পর্যাপ্ত পরিমাণে আয়রন জাতীয় খাবার খেতে হবে। লাল মাংস (গরু, খাসি), কলিজা, হাঁস ও মুরগির মাংসেও আয়রন আছে। আয়রন পেতে আরও খেতে পারেন কলা, কচু, ডাঁটা শাক, লালশাক, শিম, শিমের বিচি, কাঁচকলা, চিড়া, ফুলকপির ডাঁটা, ধনেপাতা, কালোজাম, শালগম, পাকা তেঁতুল, মটরশুঁটি, স্ট্রবেরি, তরমুজ, আপেল, পেয়ারা, বেদানা, ওটস, লাল চাল ইত্যাদি। শুকনা ফলের মধ্যে কিশমিশ, কুমড়োর বিচি, খেজুর, আখরোট, বাদামেও আয়রন আছে। এসব খাওয়ার ফলে শরীর ঠিকঠাক আয়রন পাবে ।

সজনে পাতা : বিজ্ঞানীরা সজনে পাতাকে বলছেন অলৌকিক পাতা। এত কিছু থাকতে সজনে পাতাকে অলৌকিক পাতা বলা হচ্ছে কেন? সজনে পাতার যে ফুড ভ্যালু (খাদ্যমান), এর নিউট্রিশন (পুষ্টি), এর কনটেন্ট যেকোনো মানুষকে বিস্মিত করবে। সে কারণেই বিজ্ঞানীরা এখন বলছেন যে, এ সময়ের একটি অলৌকিক পাতা হচ্ছে সজনে পাতা।'

সজনে পাতার নাম তো আমরা ছোটকাল থেকেই শুনেছি। সজনে খেতে খেতে বড় হয়েছি। সজনে পাতার ভর্তা খেয়েছি, শাক খেয়েছি। এ আবার এমন কিছু কী? এর মধ্যে নতুনত্ব কী আছে, যেটা নিয়ে আলোচনা হতে পারে?

কী আছে সজনে পাতায় : সজনে পাতায় আমিষ আছে ২৭ শতাংশ। অর্থাৎ এক কেজি সজনে পাতা যদি আপনি খান, তাহলে এর ২৭ শতাংশ, মানে কত? ২৭০ গ্রাম হচ্ছে আমিষ। ৩৮ শতাংশ হচ্ছে শর্করা, ২ শতাংশ হচ্ছে ফ্যাট, ১৯ শতাংশ হচ্ছে ফাইবার বা আঁশ। সজনে পাতায় অ্যাসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে আটটি। ভিটামিন 'এ' এবং ভিটামিন 'সি' আছে। রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, পটাশিয়াম, জিংক, আয়রন এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট।

দুধের প্রায় সমান পুষ্টি : এটি (সজনে পাতা) যদি তুলনা করেন কোনো খাবারের সাথে, তাহলে আমরা সবচেয়ে জনপ্রিয় একটি খাবারের সাথে তুলনা করতে পারি। সেটি হচ্ছে গরুর দুধ। বিজ্ঞানীরা বলছেন, গরুর দুধের পুষ্টি এবং সজনে পাতার পুষ্টি অলমোস্ট কাছাকাছি।

ঔষধি গুণ : সজনে পাতার কিছু ঔষধি গুণ আছে এবং ঔষধি গুণের কারণে আর্থ্রাইটিস নিরাময়ে এটি দারুণ কার্যকর। শরীরকে ডিটক্সিফাই করতে সাহায্য করে সজনে পাতা। আমরা জানি যে, আমাদের শরীরে ৭০ থেকে ১০০ ট্রিলিয়ন সেল বা কোষ আছে। প্রত্যেকটা কোষের ভেতরে লক্ষাধিক রিঅ্যাকশন হয় প্রত্যেক দিন; প্রতি মুহূর্তে এবং এই লক্ষাধিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, বিক্রিয়া হতে গিয়ে ভয়াবহ কিছু টক্সিন, কিছু জীবাণু, কিছু ক্ষতিকর পদার্থ সেলের ভেতরে তৈরি হয়। এগুলোকে আমরা বলি বর্জ্য পদার্থ, টক্সিন, ফ্রি রেডিক্যাল। সজনে পাতা প্রতিদিন এক চামচ সকালে, এক চামচ রাত্রে। ছয় মাস পর আপনি আপনার স্ট্রেন্থ, আপনার কর্মক্ষমতা দেখে নিজেই বিস্মিত হবেন।

সব ওষুধই আছে প্রকৃতিতে, আমার/আপনার সুস্থতা নিজেরই হাতে। প্রকৃতির সাথে সম্পর্কিত ও প্রাকৃতিক খাবার কাল না, আজ থেকে শুরু করুন।

ও আমার সোনার বাংলা

মোহাম্মদ আকবর হোসেন
প্রিন্সিপাল অফিসার

ও আমার সোনার বাংলা
তোমার বুকে জন্ম নিয়ে আছি অহংকারে।
তোমার বুকে শিশির ভেজা পথে
হাঁটছি মাথা উঁচু করে।

তোমার বুকে করছি আনন্দ উচ্ছ্বাস
ভুলেছি সব তোমার ইতিহাস
তাইতো মোরা আজ বিশ্বে উপহাস।

ভুলে আছি তোমার অবদান
তোমায় করিনা সম্মান।

তোমায় ভুলে যাওয়ায় হারিয়েছি সংস্কৃতি
হারিয়েছি মায়ের আচলের গন্ধ
তোমায় নিয়ে আজ আমরা বিভক্ত।

বৈশাখে আম কুড়াতাম ঝড় বৃষ্টি মাথায় করে
বর্ষায় ঘুড়ে বেড়াতাম পাল তোলা নৌকায় চড়ে।

পালকিতে করে বউ যাবে স্বামীর ঘরে
সেই আনন্দ এখন জাদুঘরে।

কিষাণ-কিষাণীরা করতো আনন্দ নবান্নের উৎসবে
তুমি ছিলে রূপসী বাংলা, আমাদেরই সোনার বাংলারে।

তোমায় কিছু দিতে পারি নাই
আমাদের ক্ষমা করো ।

হে আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।

আমার প্রিয় গ্রাম

মোহাম্মদ আলী আজীম খান
ডাটা এন্ট্রি কন্ট্রোল অপারেটর

ইট পাথরের দালান কোঠা কিংবা বড় অট্টালিকা
এর চেয়ে ভাই প্রিয় আমার এই গ্রামের সবুজ ভিটা
এই গ্রামের মেঠো পথে সকাল বেলার সবুজ ঘাসে
উদীয়মান সূর্য কিরণ স্বর্ণ কণা বিছায় হেসে।

এই গ্রামে আজান শুনে ঘুম ভেঙ্গে যায় আম জনতার
অজু শেষে মগ্ন থাকে ইবাদতে এক আল্লাহর
মসজিদে হয় মিলন মেলা এ যেন এক পুষ্পকানন
প্রভাত বেলার মৃদু বাতাস, সবুজ ঘাসে জুড়ায় নয়ন।

কিচিরমিচির পাখির ডাক আর রাখালের হাঁক গরুর পালে
জেলেরা সব জাল ফেলেছে নদী কিংবা পুকুর খালে
এ যেন এক স্বপ্নপুরি স্বর্গ ছোঁয়ায় মন ভরে যায়
সকাল-বিকাল মৃদু বাতাস এই হৃদয়ে দোল দিয়ে যায়।

ইট পাথর আর ধুলো বালির এই শহরে বিষের বাতাস
যানবাহনের কালো ধোঁয়ায় যায়না দেখা মুক্ত আকাশ
মানুষগুলো কেমন যেন বাড়ায় না হাত কারও দুঃখে
অনাহারি যতই কাঁদুক দু'মুঠো ভাত দেয়না মুখে।

আমার ভীষণ ইচ্ছে করে এই গ্রামের সবুজ ঘাসে
ক্লান্ত দেহ দেই হেলিয়ে, চেয়ে থাকি নীল আকাশে
পেটের ক্ষুধায় না হয় খাবো দক্ষিণের ঐ মৃদু বাতাস
জন্ম আমার এই গ্রামে, এই খানেতেই হই যেন লাশ।

Mashiat Mubasshira
Daughter of Mahmuda Akhter, GM, ICB
Final year medical student at
Dhaka Medical College

Escape

I've been only escaping
Moving with time against time:
with people against people.
Doing whatever needs to be done
Never living the moment, really, for myself;
Or caring enough to be a conversation,
when I'm actively engaged in one.

I keep running,
without taking the time to feel.
-"Why ? I am in no rush "
Maybe, my heart can't afford to heal;
for I've too many truths to deal.
I thought I was at peace, but peace must feel different than this.

শেষ সজ্জার সাক্ষী

সাবেরা মমতাজ মুনিয়া
মাতা: আয়শা সুলতানা
উপ-মহাব্যবস্থাপক

আমাদের প্রশিক্ষক আমাকে বলেছিলেন আপনি দাফন সেবায় কাজ শুরু করুন। আপনার সাহস আছে, পারবেন। তখন আমাদের অনেক লোকবল প্রয়োজন ছিল। কিন্তু করোনা ভয়ে গুটিকয়েক মানুষ ছাড়া কেউ এগিয়ে আসতে সাহস করেনি। তখনকার চিত্রগুলো ভাবতে বসলে মনে হয় আমরা মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি, তবে করোনা যুদ্ধের সম্মুখ যোদ্ধাদের দেখেছি। সত্যিই এক যুদ্ধ হয়েছিল তখন। কেউ কাউকে ছোঁয় না। পাশে বসে না। আর করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেলে তো সে একেবারেই অচ্ছুৎ। ছেলে মা কে ফেলে চলে যাচ্ছে, বাবা মেয়েকে ফেলে পালাচ্ছে। বিভীষিকাময় জীবন। কেউ কারো জন্য ভাবছে না।

২০২০ এর মাঝামাঝিতে যখন করোনায় মৃতদের দাফনে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ শুরু করলাম, তখন অনেকেই আমাকে বলেছিল অনুভূতি লেখার জন্য। তখন সেই অনুভূতিগুলো লিখে প্রকাশ করার মতো ভাষা আমার জানা ছিল না। এখনও নেই। এই সমস্ত অনুভূতির আসলে কোনো ভাষা হয়না, শুধু অন্তর থেকে অনুভব করা যায়। যে সেই সময় এমন কাজের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিল না, তার পক্ষে অনুভব করা বেশ কঠিনই বটে।

করোনার ওই এক দেড় বছরে যতজন মৃতদেহকে গোসল করিয়েছি তাদের প্রায় প্রত্যেকের কথাই আমার আলাদাভাবে মনে আছে। প্রতিদিন মনে পড়ে সেই প্রাণহীন মানুষগুলোর কথা। কতো বিচিত্র ঘটনা। চোখের সামনে ভেসে আসে একেকটা আলাদা গল্প।

এখনো প্রায়ই মনে পড়ে প্রথম যেদিন রাত ১২ টায় মুগদা হাসপাতালে গিয়েছিলাম একজন মৃতাকে শেষ বিদায় জানাতে। তার শেষ সজ্জার সাক্ষী হতে। মনে পড়ে মাঝরাতে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে নদীর ওপারে গিয়েছি শুধু অকালে প্রাণ হারানো কোনো এক মাকে মমতার পরশ দিতে। কতো কাকডাকা ভোরে বিছানার আরাম ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছি এই অসহায় অসাড় দেহগুলোর শেষ বিদায়ের সঙ্গি হতে। গর্ভবতী মায়ের নিথর শরীরটা দেখে বুকের ভেতর মুচড়ে উঠেছে নিজের কোনো পরমাত্মীয়ের বিচ্ছেদের চিন্তায়। আপনজনের মমতায় তাঁদের শেষযাত্রাটুকু সম্মানজনক করতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছি আমরা হাতেগোনা ক'জন স্বেচ্ছাসেবী।

প্রত্যেক মৃতদেহ গোসল করানোর সময় আমার মনে হতো আমার মা শুয়ে আছেন। তার শেষ বিদায়ে যতটা মমতা দিয়ে তাকে পরিশুদ্ধ করতে চাইতাম, ঠিক ততটাই মমতা ঢেলে দিতাম প্রত্যেক মৃতার বেলায়। আমার চোখ দিয়ে পানি পড়তো যেন আমি সত্যিই আমার মাকে শেষ গোসল করাচ্ছি। কাফনের কাপড় পড়িয়ে যখন মৃতার জন্য হাত তুলে সবাই প্রার্থনা করতাম, মনে হতো আমি আমার মায়ের জন্যই জান্নাত চাইছি স্রষ্টার কাছে। এই অকৃত্রিম অনুভূতিগুলো সত্যিই প্রকাশ করার ভাষা রাখে না।

প্রতিদিনই কেউ না কেউ মারা যাচ্ছে। মাঝে মৃতের সংখ্যা এতই বাড়লো যে কাজের চাপে স্বেচ্ছাসেবীদেরই নাজেহাল অবস্থা। একদিনের ঘটনা। হঠাৎ ভোরবেলা ফোন এলো এক্ষুনি যেতে হবে, ডেডবডি এসেছে। ছ'টায় ঘুম থেকে উঠে হাতমুখ ধুয়ে, কিছু না খেয়েই বেরিয়ে পড়লাম। বডি আসলো। চারজন মিলে তার শেষযাত্রার কাজ করছি। এমন সময় বাইরে থেকে জানানো হলো আরও দুটি বডি বাইরে অপেক্ষমাণ। একসাথে দুজনের কাজ শুরু করলাম। এরপর আরও একজন। এভাবে পরপর পাঁচটা লাশের (সাথে গর্ভে মৃত পাঁচ/ছয় মাসের একটি বাচ্চা। যার হাত চোখমুখ তখনও পুরোপুরি তৈরি হয়নি) গোসল করিয়ে হাম্মাম থেকে বের হলাম। ততক্ষণে দুপুর একটা। তখনও লাশ আসছে। বাইরে মৃতদের আত্মীয়রা দাঁড়িয়ে।

এমন বহু ঘটনার সাক্ষী আমার মতো অনেক তরুণ তরুণী।

আমাকে লোকে জিজ্ঞেস করে, তোমার ভয় করেনি? আমি উত্তর দেই- না, করেনি। নিজের উপর আস্থা ছিল আর মনে সাহস ছিল- আমি পারব। ভাবতাম জীবন তো একটাই। সময়ের এই প্রয়োজনে যদি আমার অস্তিত্ব কোনো কাজে না আসে তাহলে পৃথিবীতে আমার বেঁচে থাকা কেন?

বাড়ি থেকে বের হতে ঢুকতে বারবার প্রশ্নের সম্মুখীন হতাম। চোরের মতো যেতে হতো যখন তখন ডাক পড়লেই। দারোয়ান জিজ্ঞেস করতো কোথেকে আসলে? যদি বলি করোনা লাশ গোসল করিয়ে ফিরছি তাহলে তো পুরো পরিবারকেই একঘরে করে রেখে দিবে! বলতাম না কিছু। কোনোরকমে পালিয়ে বাঁচতাম।

করোনা আক্রান্ত হয়তোবা হয়েছি। টের পাইনি। এখন মনে হয় স্রষ্টা আমাদেরই নির্বাচন করে রেখেছিলেন তার এই কাজের জন্য।

আইসিবি ও এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহের পণ্য ও সেবাসমূহ

পুঁজিবাজার বিষয়ক

- ইক্যুইটি, প্রাইভেট ইক্যুইটি এবং প্লেসমেন্ট শেয়ার-এর বিপরীতে অগ্রিম/বিনিয়োগ;
- শেয়ার পুনঃক্রয়ের বিপরীতে অগ্রিম;
- আইসিবি ইউনিট সার্টিফিকেট, আইসিবি এএমসিএল কর্তৃক পরিচালিত সকল ইউনিট এবং বাংলাদেশ ফান্ড ইউনিট সার্টিফিকেটের বিপরীতে অগ্রিম;
- মার্চেন্ডাইজিং কার্যক্রম;
- সম্পদ ব্যবস্থাপনা;
- ইস্যু ম্যানেজমেন্ট;
- আন্ডাররাইটিং;
- ব্রোকারেজ সেবাসমূহ;
- ডিপি (ফুল সার্ভিস) সেবাসমূহ;
- মার্জার এবং এক্যুইজিশন;
- ট্রাস্টি ও কাস্টডিয়ান;
- পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা;
- প্রেফারেন্স শেয়ারে বিনিয়োগ;
- স্টক মার্কেট লেনদেন;
- ডিবেঞ্চার ফাইন্যান্সিং;
- লিজ ফাইন্যান্সিং;
- ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফাইন্যান্সিং।

মুদ্রাবাজার বিষয়ক

- সাবঅর্ডিনেটেড বন্ড, জিরো কুপন বন্ড, টিডিআর;
- ব্যাংক গ্যারান্টি;
- কর্পোরেট ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইস।

সরকারের এজেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন

- ইক্যুইটি এন্ড অন্ট্র্যাপ্রেনারশীপ ফান্ড;
- অন্ট্র্যাপ্রেনারশীপ সাপোর্ট ফান্ড;
- রাষ্ট্র মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার অফলোডিং;
- ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য বিশেষ প্রণোদনা স্কিম।

আইসিবি ও এর সাবসিডিয়ারি (এএমসিএল) কর্তৃক পরিচালিত বে-মেয়াদি ফান্ডসমূহের সার্টিফিকেটের বিক্রয় ও পুনঃক্রয়মুল্যঃ

ইউনিট ফান্ডের নাম	ফান্ডের রেজিস্ট্রেশন তারিখ	কার্যকর হওয়ার তারিখ	ইউনিট প্রতি বিক্রয় মূল্য (টাকায়)	ইউনিট প্রতি পুনঃক্রয় মূল্য (টাকায়)
আইসিবি ইউনিট ফান্ড	১০ এপ্রিল ১৯৮১	২৫ জুন ২০২৩	২৭৫.০০	২৭৯.০০
আইসিবি এএমসিএল ইউনিট ফান্ড	০৩ জুন ২০০৩	২৫ জুন ২০২৩	২১৭.০০	২১৪.০০
আইসিবি এএমসিএল পেনশন হোল্ডারস ইউনিট ফান্ড	১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৪	২৫ জুন ২০২৩	২১৭.০০	২১৪.০০
বাংলাদেশ ফান্ড	০৪ মে ২০১১	২৫ জুন ২০২৩	১০১.০০	৯৮.০০
আইসিবি এএমসিএল কনভার্টেড ফার্স্ট ইউনিট ফান্ড	০৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪	২৫ জুন ২০২৩	১০.৮০	১০.৫০
আইসিবি এএমসিএল ইসলামিক ইউনিট ফান্ড	৩০ জুলাই ২০১৫	১১ জুন ২০২৩	৯.৮০	৯.৫০
১ম আইসিবি ইউনিট ফান্ড	০২ মার্চ ২০১৬	০৪ জুন ২০২৩	১০.২০	৯.৯০
২য় আইসিবি ইউনিট ফান্ড	০৩ এপ্রিল ২০১৬	০৪ জুন ২০২৩	১২.০০	১১.৭০
৩য় আইসিবি ইউনিট ফান্ড	২৭ এপ্রিল ২০১৬	০৯ জুলাই ২০২৩	১১.৪০	১১.১০
৪র্থ আইসিবি ইউনিট ফান্ড	২৭ এপ্রিল ২০১৬	১৬ জুলাই ২০২৩	১০.৭০	১০.৪০
৫ম আইসিবি ইউনিট ফান্ড	১৫ মার্চ ২০১৭	২৫ জুন ২০২৩	১০.৮০	১০.৫০
৬ষ্ঠ আইসিবি ইউনিট ফান্ড	০৯ আগস্ট ২০১৬	২৫ জুন ২০২৩	১১.১০	১০.৮০
৭ম আইসিবি ইউনিট ফান্ড	০৭ নভেম্বর ২০১৬	২৫ জুন ২০২৩	১১.৭০	১১.৪০
৮ম আইসিবি ইউনিট ফান্ড	১৫ মার্চ ২০১৭	২৫ জুন ২০২৩	১০.৬০	১০.৩০
আইসিবি এএমমসিএল ২য় এনআরবি ইউনিট ফান্ড	২৪ ডিসেম্বর ২০১৮	০৯ জুলাই ২০২৩	১০.৫০	১০.২০
আইসিবি এএমসিএল শতবর্ষ ইউনিট ফান্ড	১০ ফেব্রুয়ারি ২০২১	০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩	৯.৮০	৯.৫০

**১ জুলাই ২০০২ তারিখ হতে ''এএমসিএল'' এর কার্যক্রম শুরু হওয়ায় আইসিবি ইউনিট ফান্ডের সার্টিফিকেট বিক্রয় কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে।*

www.icb.gov.bd

আইসিবি পরিক্রমা

সংখ্যা ২৯ | আষাঢ় ১৪৩০, জানুয়ারি-জুন ২৩ | ত্রৈমাসিক নিউজ লেটার

আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লি: (আইএএমসিএল) এর বে-মেয়াদি মিউচ্যুয়াল ফান্ড সমূহে রয়েছে লভ্যাংশ, সিআইপি ও এসআইপি সুবিধাসহ দীর্ঘ মেয়াদি বিনিয়োগের বিভিন্ন স্কিম।

- আইসিবি ইউনিট সার্টিফিকেট ও আইসিবির সাবসিডিয়ারি কোম্পানি কর্তৃক পরিচালিত ইউনিট সার্টিফিকেটসমূহ লিয়েন রেখে অগ্রিম প্রদান করা হয়
- আইসিবি ডিবেঞ্চার ও বন্ড ইস্যুতে অর্থায়ন করে
- ট্রাস্টি ও কাস্টডিয়ান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে
- আইএএমসিএল এর মিউচ্যুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করুন
- আইএসটিসিএল এ বিনিয়োগ হিসাব খুলুন
- আইসিএমএল এ বিনিয়োগ হিসাব খুলুন

পুঁজিবাজার ঝুঁকিপূর্ণ
জেনে ও বুঝে বিনিয়োগ করুন

দৃষ্টি আকর্ষণ:

আইসিবি তার কর্পোরেট সুশাসন পরিপালনে এবং জনস্বার্থ সুরক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ। শেয়ারমালিক, অন্যান্য স্টেকহোল্ডারগণ সর্বোপরি জনসাধারণের আইসিবি সম্পর্কিত যে কোনো অভিযোগ, অনুসন্ধান ও পরামর্শ থাকলে তা GRS ফোকাল পয়েন্টকে জানাতে পারেন।

জনাব আব্দুলাহ আল মামুন
GRS ফোকাল পয়েন্ট ও সহকারী মহাব্যবস্থাপক
ডিসিপ্লিন, গ্রিভেন্স এন্ড আপিল ডিপার্টমেন্ট
ও পেনশন এন্ড ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট (যৌথ দায়িত্ব)
বিডিবিএল ভবন (লেভেল-১৪),
৮, রাজউক অ্যাভেনিউ, ঢাকা-১০০০।
ই-মেইল: agm_discipline_ad@icb.gov.bd
ফোন: ৪১০৫০৬১৬
০৯৬৬৬৭৭৭৭৮ এক্স: ১৪২০

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী আইসিবি প্রধান কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তথ্যাদি

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা:
নাম : জনাব মোঃ শরিকুল আনাম
পদবী : উপ-মহাব্যবস্থাপক
ফোন : ৮৮-০২-৯৫৬১৫৩৯, মোবা: ০১৮৭৭-৭৫৪২৪৬
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯৫৬৩৩১৩
ই-মেইল : dgm_trustee@icb.gov.bd

বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা:
নাম : জনাব তোরাব আহম্মদ খান চৌধুরী
পদবী : সহকারী মহাব্যবস্থাপক
ফোন : ৮৮-০২-৯৫১৪৮৯৪, মোবা: ০১৭১৪-১১২২০৯
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯৫৬৩৩১৩
ই-মেইল : agm_law@icb.gov.bd

সুষ্ঠু ও স্থিতিশীল পুঁজিবাজার গঠনে আইসিবি এগিয়ে

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ
INVESTMENT CORPORATION OF BANGLADESH
8 Rajuk Avenue, BDBL Bhaban, (Level 14-21) Dhaka-1000, Bangladesh.
Phone: PABX 02223383495, Fax: 02223383313, E-mail: md_sec@icb.gov.bd
www.icb.gov.bd